CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭১ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-105 ■ 20 January, 2025 ■ আগরতলা ২০ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ৬ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মন কি বাত-এ প্রধানমন্ত্রী

ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছেন

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.)।। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছেন। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন কি বাত-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আমাদের বিজ্ঞানীরা মহাকাশে গাছপালা জন্মানোর এবং তা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন।'

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ৩০ ডিসেম্বর মহাকাশে পাঠানো এই বীজগুলি মহাকাশে অঙ্কুরিত হয়েছে। এটি একটি অনুপ্রেরণামূলক পরীক্ষা যা ভবিষ্যতে মহাকাশে সবজি চাষের পথ খুলে দেবে। এটি দেখায় যে আমাদের বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যতের জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছেন।'

সমস্ত দেশবাসীকে প্রজাতন্ত্র দিবসের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন কি বাত-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'এই প্রজাতন্ত্র দিবস খুবই বিশেষ। এটি ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ৭৫-তম বার্ষিকী। এই বছর ভারতের সংবিধান বাস্তবায়নের ৭৫-বছর পূর্তি হল। আমি গণপরিষদের সেই সমস্ত মহান ব্যক্তিত্বদের প্রতি প্রণাম জানাই, যারা আমাদের পবিত্র সংবিধান দিয়েছেন।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'আপনারা অবশ্যই একটি বিষয় লক্ষ্য করেছেন, প্রতিবারই মাসের শেষ রবিবারে মন কি বাত হয়। কিন্তু এইবার, আমরা এক সপ্তাহ আগে, মাসের চতুর্থ রবিবারের পরিবর্তে তৃতীয় রবিবার মিলিত হয়েছি, কারণ পরের রবিবার প্রজাতন্ত্র দিবস। আমি সকল দেশবাসীকে প্রজাতন্ত্র দিবসের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাই।' মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১১৮-তম পর্বে নির্বাচন কমিশনকে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আমি নির্বাচন কমিশনকেও ধন্যবাদ জানাই, যারা সময়ে সময়ে আমাদের ভোটিং প্রক্রিয়াকে আধুনিক করেছে এবং শক্তিশালী করেছে। নির্বাচন কমিশন প্রযুক্তির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জনগণের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করেছে।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও বলেছেন, 'সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিশ্রুতির জন্য নির্বাচন কমিশনকে অভিনন্দন জানাই। আমি দেশবাসীকে বিপুল সংখ্যক ভোট দিতে এবং দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার এবং এই প্রক্রিয়াটিকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানাই।'

দেশে আরও দু''টি নতুন বাঘ সংরক্ষণাগার করা হয়েছে, রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মন কি বাত-এর ১১৮ তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'গত দুই মাসে, আমাদের দেশে দু''টি নতুন বাঘ সংরক্ষণাগার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি হল গুরু ঘাসীদাস - ছত্তিশগড়ের তামর পিংলো টাইগার রিজার্ভ এবং দ্বিতীয়টি হল মধ্যপ্রদেশের রাতাপানি টাইগার রিজার্ভ।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'নিকোবর জেলার ভার্জিন নারকেল তেল সম্প্রতি জিআই ট্যাগ পেয়েছে। এই অর্জনের পর একটি নতুন উদ্যোগ চালু করা হয়েছে। তেল উৎপাদনের সঙ্গে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' নিয়ে ত্রিপুরায় ব্যাপক উৎসাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। আজ, প্রজাতন্ত্র দিবসের কারণে নির্ধারিত সময়ের আগে, তৃতীয় রবিবারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "মন কি বাত" অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় এই অনুষ্ঠানটি ব্যাপক উৎসাহের মধ্যে শোনা হয়েছে।

রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের ৯ নং বুথে মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, মেয়র দীপক মজুমদার, সদর জেলা সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ককবরক ভাষার বিকাশে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। ককবরক সহ রাজ্যের অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষার বিকাশ সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। ককবরক ভাষার বিকাশে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও দেশের প্রতিটি সম্প্রদায়ের মানুষের মাতৃভাষার বিকাশে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং প্রেক্ষাগৃহে ৪৭তম ককবরক সাল- ২০২৫ উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা অধিকারের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী বলেন, ককবরক ভাষার বিকাশে ককবরক ভাষী ও অন্যান্য ভাষাভাষীর মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে। ১৯৭৯ সালের ১৯ জানুয়ারি ককবরক ভাষাকে রাজ্যে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বর্তমান সরকার ককবরক ভাষার উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ককবরক ভাষাকে একটি বিশেষ বিষয় হিসেবে চালু করা হয়েছে। রাজ্যের ১, ১৬৩টি বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত, ১৩৩টি বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত, ১১৫টি বিদ্যালয়ে নবম ও দশম শ্রেণীতে এবং ৬৫টি বিদ্যালয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে ককবরক অন্যতম বিষয় হিসেবে পড়ানো হচ্ছে। ত্রিপুরা (কেন্দ্রীয়) বিশ্ববিদ্যালয়ে ককবরক ভাষায় পিএইচডি ডিগ্রি চালু করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ককবরক ভাষা উন্নয়ন উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া এবং বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার। উপস্থিত ছিলেন উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা ও বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা নৃপেন্দ্র চন্দ্র শর্মা। সভাপতিত্ব করেন ককবরক ভাষা উন্নয়ন উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ডা. অতুল দেববর্মা। অনুষ্ঠানে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পণের জন্য গৃহবধূকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা ঃ মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। করবুক ব্লকের লেবাছড়া এডিসি ভিলেজের যতনবাড়ির সূত্রধর পাড়ায় এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। পণ সংক্রান্ত বিষয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে স্বামী পিন্টু সূত্রধর এবং শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য সদস্যরা মিলে অষ্টমী মন্ডল সূত্রধর নামে এক গৃহবধূকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

এই ঘটনায় মৃত গৃহবধূর পরিবার নতুন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৬তম অর্থ কমিশনের আগমন ঘিরে রাজ্যে প্রস্তুতি তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। রাজ্য সরকার ১৬তম অর্থ কমিশনের আগমনের প্রস্তুতি শুরু করেছে। আগামী ২৯ জানুয়ারী তারা আগরতলায় আসবেন।

অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব আকিঞ্চন সরকার জানিয়েছেন, কমিশন তিনদিনের সফরে ত্রিপুরায় আসবেন। ২৯ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত কমিশন রাজ্যে থাকবেন। পয়লা ফেব্রুয়ারি তারা চলে যাবেন। অর্থ কমিশনের আগমনকে কেন্দ্র করে দফায় দফায় বৈঠক সম্পন্ন হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

তিনি আরো জানান, ১৬ তম অর্থ কমিশনের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে থাকবেন চেয়ারম্যান ডঃ অরবিন্দ পানাগড়িয়া। দলটিতে থাকবেন সদস্য অজয় নারায়ণ ঝা, অ্যানি জর্জ ম্যাথিউ, মনোজ পান্ডা, সৌম্য কান্তি ঘোষ এবং সচিব ঋত্বিক পান্ডে। তাদের এই সফরের লক্ষ্য হল রাজ্য সরকার এবং ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে ত্রিপুরার আর্থিক চাহিদা এবং উন্নয়নমূলক কৌশল নিয়ে আলোচনা করা।

তিনি আরও জানান যে, ৩০ জানুয়ারী ত্রিপুরার অর্থ বিভাগের সাথে দলটি বৈঠক করবে। বৈঠকের পর তাদের ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির, নারকেল কুঞ্জ এবং ছবিমুড়ার মতো পর্যটন কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করার সম্ভাবনা রয়েছে।

সূত্রের খবর, কমিশন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহার সাথে বৈঠক করবে এবং আগরতলা পুর পরিষদ এবং ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করবে।

রাজন্য আমল থেকে ককবরক ভাষা বঞ্চনার শিকার

রাধাচরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। বামেদের চারটি শাখা সংগঠনের উদ্যোগে রবিবার ৪৭তম ককবরক দিবস পালন করা হয়। জিএমপি, টিওয়াইএফ, টিএসইউ এবং টিইউকেসি -র যৌথ উদ্যোগে এইদিন ৪৭ তম ককবরক দিবস উপলক্ষে মেলারমাঠস্থিত ছাত্র-যুব ভবনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জিএমপি-র সম্পাদক রাধা চরণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে মামলা

***নিজস্ব প্রতিনিধি, বাইখোরা, ১৯ জানুয়ারি**।। জোলাইবাড়ী ব্লকে কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। ব্লকের ইঞ্জিনিয়ার বিমল দাসের বিরুদ্ধে সরকারি তহবিলের নয়ছয়ের অভিযোগে মামলা রুজু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গত ১০ তারিখ ইঞ্জিনিয়ার বিমল দাস এর বিরুদ্ধে স্বদেশনগর ও শ্রীকান্তবাড়ী গ্রামে গরুর শেড নির্মাণের নামে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ এসেছিল। তিনি ব্লকের অন্যান্য সাতটি প্রকল্পেও দুর্নীতি করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মামলা হাতে নেওয়া হয়েছে।*

স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করছেন, বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত করা হোক এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। জোলাইবাড়ী আউটপোস্টার ওসি এসআই খোকন দাসকে এই বিষয়টি তদন্ত করে দেখার দায়ভার দেওয়া হয়েছিল। এমনটাই জানিয়েছেন বাইখোরা থানার পুলিশ।

প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে তাঁবুতে আগুন

প্রয়াগরাজ, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.)।। উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ মেলায় আগুন-আতঙ্ক! রবিবার মহাকুম্ভ মেলার সপ্তম দিনে মহাকুম্ভ মেলায় একাধিক তাঁবুতে আগুন লাগে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন, কালো ধোঁয়ায় চারিদিক ঢেকে যায়। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। মেলার এডিএম বিবেক চতুর্বেদী বলেছেন, 'দুর্ভাগ্যবশত, গীতা প্রেস ক্যাম্পে আগুন লেগেছে। প্রায় ৭০-৮০টি ঝুপড়ি এবং ৮-১০টি তাঁবু পুড়ে গেছে। কোনও হতাহতের খবর নেই। সবাইকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। আগুন নিভে গিয়েছে।'

কীভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দ্রুততার সঙ্গে আগুন নিভিয়ে ফেলেছেন দমকল কর্মীরা। তবে, অগ্নিকাণ্ডের জেরে আতঙ্ক ছড়ালো মহাকুম্ভ মেলা চত্বরে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ মেলায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেকারত্ব, আইনশৃঙ্খলা ও নেশা নিরোধের দাবি টিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফ'র সাব্রুমে বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১৯ জানুয়ারি।। সাব্রুমে সম্প্রতি ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফ'র উদ্যোগে একটি বৃহৎ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই মিছিলের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যে বেকার সমস্যা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং নেশা ও মাদকের প্রাদুর্ভাবের বিরুদ্ধে সরকারকে জাগিয়ে তোলা।

মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা তিনটি মূল দাবি তুলে ধরেছেন। বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, নেশা ও মাদকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে গণতান্ত্রিক নারী সমিতির বিক্ষোভ ঃ ছয় দফা দাবিতে রাজপথে মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৯ জানুয়ারি।। রবিবার উদয়পুর জামতলায় গনতান্ত্রিক নারী সমিতির উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির আয়োজনে একটি বৃহৎ মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছয় দফা দাবি জানিয়ে নারীরা রাজপথে নেমেছেন।

মিছিলটি জামতলা থেকে শুরু হয়ে সেন্ট্রাল রোড, পুরানো মোটর স্ট্যান্ড, মহাদেব দীঘির পাড়, নিউটাউন রোড হয়ে আবার জামতলায় এসে শেষ হয়। এই মিছিলে সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্যা স্বপ্না দত্ত, জেসমিন সুলতানা, সুনীতি সাহা, সরস্বতী ভৌমিক সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। রবিবার আগরতলা আশ্রম চৌমুহনি এলাকায় অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। শহরের প্রাণকেন্দ্রে আশ্রম চৌমুহনী এলাকায় মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দেয়। রাস্তার পাশে ড্রেনের মধ্যে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজনরা পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে পূর্ব থানার পুলিশ ছুটে এসে সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। এখনো পর্যন্ত মৃতদেহটি শনাক্ত করা যায়নি। মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

অল্পেতে বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেল বটতলা বাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। অল্পেতে বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে বটতলা বাজার এলাকা। দমকল বাহিনীর তৎপরতায় আগুন দ্রুত আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়েছে। ভয়াবহ অগ্নিকান্ড থেকে অল্পেতে রক্ষা পেল রাজধানীর বটতলা বাজার। জানা যায় বটতলা বাজার এলাকার বাসিন্দা অরিন্দম চক্রবর্তীর ভাড়া দেওয়া দুটি ঘর ও প্লাস্টিকের গোডাউন এর মাঝে জমাট হওয়া আবর্জনায় আগুন লেগে যায়। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এলাকাবাসী খবর দেয় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের একটি ইঞ্জিন।

এদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে এক দমকল কর্মী সংবাদ মাধ্যমকে জানান রবিবার সকালে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর আসে যে বটতলা বাজারে আগুন লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ছুটে যায় দমকল কর্মীরা এবং এলাকাবাসীর সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। সঠিক সময়ে খবর দেওয়া হয় দলকল কর্মীদের এবং তারাও সঠিক সময়ে আসার কারণেই আজ ভয়াবহ অগ্নিকান্ড থেকে রক্ষা পেয়েছে বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

কল্যাণপুরের গভীর জঙ্গলে উদ্ধার পূর্ণবয়স্ক হাতির মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৯ জানুয়ারি ঃ কল্যাণপুরের গভীর জঙ্গলে রবিবার উদ্ধার হলো একটি পূর্ণ বয়স্ক হাতির মৃতদেহ। রবিবার বিকেলে এলাকাবাসী হাতির মৃতদেহটি দেখে বনদপ্তর এবং পুলিশকে খবর দেয়। বনদস্যুদের হাতেই যে এই হাতির মৃত্যু তা একপ্রকার নিশ্চিত। সন্ধ্যের পর ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে কল্যাণপুর ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার বিন্দুজয় ত্রিপুরা, কল্যাণপুর থানার ওসি তাপস মালাকার প্রমুখ রওয়ানা হওয়ায় তাদের সাথে নেট ওয়ার্ক এর সমস্যায় যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। উত্তর মহারানীপুর এডিসি ভিলেজ এর তুইরুপাছড়া এলাকাতে ঘটনাটি ঘটেছে।

সূত্র মারফত জানা গেছে, ময়নাতদন্তের জন্য ডাক্তারদের একটি টিম ইতিমধ্যেই এসে গেছে। ঘটনাস্থলে রয়েছে পুলিশ ও বনদপ্তরের বিশাল দল। উল্লেখ্য এই সব এলাকাতে বন্য হাতির তান্ডব এক নিত্য নৈমিত্যিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বলে বনদস্যুরা বন্য হাতিকে প্রাণে মেরে ফেলবে এটা কোন যুক্তির কথা নয়। সংবাদ লেখা অবদি ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন তেলিয়ামুড়ার মহকুমা বন আধিকারিক, তেলিয়ামুড়ার রেঞ্জ অফিসার, আগরতলা, সিপাহীজলার, তেলিয়ামুড়ার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাঁজা সহ আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ জানুয়ারি ঃ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত হাওয়াইবাড়ি গ্যাস পয়েন্ট সংলগ্ন এলাকা থেকে দীর্ঘদিন ধরে নিজের বাড়িতে গাঁজা চাষ করা সহ গাঁজার কারবার চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে এবং তিন কেজি শুকনা গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে। গোটা বিষয় নিয়ে তেলিয়ামুড়া থানার ওসি রাজিব দেবনাথ ডিসিএম তথা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠানে বিজেপি ও তিপরা মথার সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠানে বিজেপি ও তিপরা মথার দলীয় কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে উত্তপ্ত চড়িলাম বিধানসভা অন্তর্গত বংশীবাড়ী এলাকা। মথা কর্মীরা দা লাঠির আক্রমণ করে, এতে আহত হয়েছেন বিজেপি জনজাতি মোর্চার জেলা সভাপতি কানুরাজ দেববর্মা সহ বহু বিজেপি কর্মী।

প্রসঙ্গত, মন্ডলের নির্দেশে রবিবার সকাল ১১ টায বংশীবাড়ি ৩ নাম্বার বুথে বীরেন দেববর্মার বাড়িতে প্রধানমন্ত্রী মন কি বাত অনুষ্ঠানে

উপস্থিত হন জনজাতি মোর্চার জেলা সভাপতি সহ বেশ কয়েকজন দলীয় কর্মী। অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে স্থানীয় তিপরা মথার নেতা পাণ্ডব দেববর্মার নেতৃত্বে মথার কর্মীরা আচমকা বিজেপি কর্মীদের ওপর লাঠি দা নিয়ে হামলা চালায়। ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হয় চারটি বাইক। পাশাপাশি ভাঙচুর করা হয় সাথে থাকা কয়েকটি মোবাইল ফোনও। এদিকে, গোটা এলাকায় এই খবর ছড়িয়ে পড়ে। তখন ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্তমানে এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ২০ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং
৬ মাঘ সোমবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

ভাষাই জাতিয় পরিচয়

যেকোনো জাতির পরিচয় ঘটে তার ভাষার বিকাশের মধ্য দিয়া। ত্রিপুরায় বসবাসকারী উপজাতিদের ভাষা হইল ককবরক। ককবরক ভাষার মধ্য দিয়াই উপজাতিরা তাহাদের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। ১৯৭৯ সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার ককবরক ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছিল। ইহা নিঃসন্দেহে উপজাতি জনগোষ্ঠীর গর্বের বিষয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হইল এখনো পর্যন্ত কখনও ভাষার লিপি নিয়া বিতর্কের অবসান ঘটানো সম্ভব হয় নাই। এজন্য কমিশন গঠন করা হইলেও বিতর্কের ইতি ঘটেনি। উপজাতিদের একাংশ প্রমাণ হরফে এবং অপর একটি অংশ বাংলা হরফেক লিখতে ও শিখতে চায়। এই বিতর্কের অবসান ঘটানো জরুরী। পাশাপাশি ককবরক ভাষার উন্নয়নে সরকারকে আরো আন্তরিক ভূমিকা পালন করিতে হইবে। কখনো ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র উপজাতি কল্যাণে মায়া কান্না কাঁদিলে তাহাদের সার্বিক বিকাশ কোন সম্ভব হইবে না। উপজাতিদের সার্বিক বিকাশের প্রথম শর্ত হইল ভাষার বিকাশ। ককবরক দিবস ত্রিপুরা রাজ্যে ককবরক ভাষার উন্নয়নের জন্য পালিত হয়। এটি প্রতি বছর জানুয়ারী ১৯ তারিখে পালন করা হয়। ককবরক ভাষা ত্রিপুরার একটি সরকারি ভাষা, রাজ্যের স্বায়ত্তশাসিত জেলা কাউন্সিলের প্রথম ভাষা। এই দিনটি ১৯৭৯ সালে একটি আনুষ্ঠানিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি হিসেবে নির্বাচিত হয়।এই দিনে কার্য্যক্রমগুলি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সাহিত্যিক কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত। ককবরক হইতেছে ত্রিপুরা আদিবাসী সম্প্রদায়ের হাজার হাজার বছরের আদিবাসী ভাষা। তবু ত্রিপুরা ভাষার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে হাজার বছর ধরিয়া কথা বলে। 'কোক' মানে ভাষা, 'বোরক' মানে মানুষ। কোকবোরক ভাষা তিব্বত-বর্মণ ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম। ভারতের উত্তর-পূর্বাংশ এবং বাংলাদেশ পার্শবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে কথিত আজ ককবরক ভাষাটি অঞ্চলের তিব্বত-বর্ম ভাষাসমূহের মধ্যে দ্রুততম ক্রমবর্ধমান এবং উন্নয়নশীল ভাষার মধ্যে একটি। দেব্বর্মা, কালাই, রিয়াং, জামাতিয়া, ত্রিপুরা, নোয়াটিয়া, রূপিনী এবং সবগুলি দ্বারা প্রধানত ভাষাটি কথিত আছে।

তবে ভাষাটির তিব্বতি-বর্মণের মতো অন্যান্য ভাষা যেমন বাঁদো, গারো এবং দিমাশা সহ ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে। ককবরক কথা বলে এমন সম্প্রদায়গুলি ত্রিপুরা সম্প্রদায় হিসাবে শ্রেণিভুক্ত হয় তবে কালাই এবং রূপিনী সম্প্রদায়গুলি 'হালাম' সম্প্রদায় হিসাবে পরিচিত হইলেও তাহারা ককবরক ভাষাতেই বলে। জামাতিয়া যদিও তাহারা যথাক্রমে ব্রু ও জামাতিয়া নামে পরিচিত, তাহাদের ভাষাটি ককবরক। সরকারীভাবে এই সব সম্প্রদায় যাহারা ককবরক কথা বলে 'বরক' নামে পরিচিত। অনেক সামাজিক-রাজনৈতিক বিতর্কের কারণে ককবরক স্ক্রিপ্ট চূড়ান্ত করা হয় নি, তবে অনেকে 'রোমান স্ক্রিপ্ট' এ লেখার জন্য পছন্দ করে এবং কিছু লোক 'বাংলার' স্ক্রিপ্টে ককবরক লিখেন। ত্রিপুরা রাজাদের ইতিহাসে এটি উল্লেখ করা হইয়াছে হাজার বছর ধরিয়া ত্রিপুরার বোরক শাসকদের (১৮৪ বাদশাহ) 'কোলোমা' ককবরকের স্ক্রিপ্ট ছিল যাহা এখন আর জানা যায় না। ককবরক তি হুকুমু মিশন 'এবং অন্যান্য অনেক সরকারি ও বেসরকারী গ্রুপ ক্রমাগত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে কোকবোরক ভাষার, সাহিত্য ও চলচ্চিত্র / গানগুলি উন্নয়নে এবং উন্নয়ন করিতে জড়িত। এটি ত্রিপুরা জনগণের দ্বারা মহান কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে যে ককবরক ভাষা এখন শেখানো হয় সরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। মূলধারার আধুনিকায়নের জন্য ভাষা আরও উন্নত করিবার প্রচেষ্টা এখনো চলিয়াছে।

একটি রক্তদান শিবিরের সূচনা কলকাতার মহানাগরিকের

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি (হি. স.) : রবিবার এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। চেতলা রোডে এই রক্তদান শিবিরের সূচনা করেন কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। রক্তদাতাদের অনুপ্রাণিত করেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। উল্লেখ্য, কাউন্সিলর জুঁই বিশ্বাস এর উদ্যোগে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন হয় বলে জানা গেছে।

মহানগরে ভিনটেজ গাড়ির র‍্যালি

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি (হি. স.) : কলকাতা শহরে ভিনটেজ অ্যান্ড ক্লাসিক গাড়ির র‍্যালি হলো ভারতীয় সেনাবাহিনীর উদ্যোগে ও একটি ইংরেজি দৈনিকের সহযোগিতায়। রবিবার রয়্যাল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবের তাঁবু লাগোয়া অঞ্চলে। রকমারি ডিজাইন ও হরেক রকমের দুষ্প্রাপ্য ও পুরানো এবং বয়সের ভারে ন্যুব্জ অথচ ঝকঝকে বিভিন্ন ধরনের গাড়ির মেলা দেখতে উৎসাহীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় পতাকা নেড়ে এই গাড়ি যাত্রার সূচনা করেন।

সরকারি বিল দখল করে মাখনা চাষ করার অভিযোগ

মালদা, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার জাবরা বিল নিয়ে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, গত ১০ বছর ধরে প্রায় ২০০ বিঘা সরকারি বিল দখল করে তৃণমূল আশ্রিত জমি মাফিয়ারা মাখনা চাষ করছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির আসন্ন জেলা সফরের আগে প্রশাসন নড়েচড়ে বসেছে। সম্প্রতি চাঁচল মহকুমা শাসকের নির্দেশে বিলটি দখলমুক্ত করার নোটিশ জারি হয়েছে। নোটিশে জানানো হয়েছে, সরকারি ওই বিলে কোনও রকম কৃষিকাজ করা যাবে না।এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে শাসক দলের ঘনিষ্ঠদের। বিরোধীদের দাবি, তৃণমূল এবং প্রশাসনের মদতেই এতদিন বিল দখল চলেছে।

জামালপুরে বাসিন্দাদের অভিযোগ শুনলেন বিধায়ক, সমাধানের আশ্বাস

হিলি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): রবিবার হিলি ব্লকের জামালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সিদাই সংসদের বাহাদুর গ্রামে যান বিধায়ক ডঃ অশোক কুমার লাহিড়ী। সেখানে তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সমস্যাগুলি শোনেন।বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, এলাকায় জমির পাট্টার অভাব রয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করে বলেন, তিনি এই সমস্যার সমাধানে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবেন।গ্রামবাসীরা জানান, এলাকার রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। বিধায়ক এই সমস্যা সমাধানেও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

অনূর্ধ ১৯ মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপ: ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করেছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ভারত

ওভাল, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ভারত রবিবার কুয়ালালামপুরের বেইউমাস ওভালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে নয় উইকেটের জয় দিয়ে অনূর্ধ ১৯ মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছে।

টস জিতে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেয় ভারত। প্রথম ইনিংসে উইন্ডিজকে ৪৪ রানে আউট করার পর, ভারত ৪.২ ওভারে এই রান তুলে নেয়। আয়ুষি শুক্লা এবং পারুণিকা সিসোদিয়ার স্পিন জুটি দলে যোগ দিয়ে শক্তি বাড়িয়েছেন। সিসোদিয়া ৩ উইকেট নিয়েছেন। রবিবার ভারতীয় ফিল্ডাররাও ফিল্ডিংটা যথেষ্ট ভালো করেন।

অপরাজেয় সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনী

ভূমিকা ঃ- ভারতীয় মুক্তিসংগ্রামের অপরাজেয় ঋত্বিক, স্বাধীনতা আন্দোলনের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ,দেশের গৌরব সুভাষচন্দ্র বসু প্রকৃত অর্থেই ছিলেন ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের এক সফল পথিকৃৎ। বিবেকানন্দের যৌবন মন্ত্রে যারা দীক্ষিত হয়ে দেশমাতার শৃঙ্খল মোচনে ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র অন্যতম। ব্রিটিশ জাতির সকল দূরভিসন্ধি কে পরাস্ত করে, সকল চক্রান্ত ছিন্ন ভিন্ন করে তাঁর কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল সেই মহান বাণী ''আমাকে রক্ত দাও,আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো''; এমন আত্মপ্রত্যয়ী উদাত্ত আহ্বান শুধুমাত্র নেতাজির পক্ষেই সম্ভব।সুভাষচন্দ্র হলেন ভারতের জন-গণ-মনঅধিনায়, নেতৃত্বের চির-জাগ্রত বিজয় রুদ্র, ভারতের মুক্তিসাধনার বিজয় পথিক, ভারতবাসীর চির-আকাঙ্ক্ষিত প্রিয় নেতাজি।

জন্ম ও পিতৃপরিচয় ঃ- বহু বিচিত্র কর্মোদ্যোগের মূর্ত প্রতীক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারী ওড়িশার কটক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জানকীনাথ বসু ছিলেন কটকের সরকারি উকিল। রত্নগর্ভা প্রভাবতী দেবী ছিলেন তাঁর মা। জানকী নাথের পৈতৃক নিবাস ছিল চব্বিশ পরগনা জেলার কোদালিয়া গ্রামে। এই বীর বিক্রম নেতার জন্মের মধ্যে যেন বিদ্রোহের নবজন্ম হল ; ভারতের স্বাধীনতা যেন আকাঙ্ক্ষার নবজন্ম পেল ।

শৈশব ঃ- কটকের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র সুভাষচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। তারপর ভর্তি হন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। এই কলেজে ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজ অধ্যাপক ওটেন সাহেবের কটূক্তির প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাবার অপরাধে তিনি কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন। তবে পরবর্তীকালে তিনি স্যার আশুতোষের চেষ্টায় দর্শন শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন এবং প্রথম শ্রেণির অনার্সসহ বিএ পাস করেন। পিতার ইচ্ছানুযায়ী সুভাষ চন্দ্র ইংল্যান্ড যান এবং ১৯২০ সালে আইসিএস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান পেয়ে কৃতকার্য হন।

কর্মমুখর যৌবনকাল ঃ- সুভাষচন্দ্রের কর্মজীবন যেমন ঘটনাবহুল তেমনি রূপকথার কাহিনির মতোই রোমাঞ্চকর। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং দেশবন্ধুর নির্দেশে তিনি জাতীয় শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি তরুণ সমাজের বিপুল সমর্থন পেয়েছিলেন। তার সাথে সাথে তিনি পেলেন কংগ্রেস কমিটির প্রচার সচিবের পদ। তারপর ইংল্যান্ডের যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষে হরতালের আহ্বায়ক রূপে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কারামুক্তির পর তিনি হলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। সেই সময় উত্তরবঙ্গের বন্যার ত্রাণকার্যে তিনি যে গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। এরপর তিনি ''ফরওয়ার্ড'' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ও পরবর্তীকালে কলকাতা পৌরনিগমের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হন।কিন্তু সরকারবিরোধী মনোভাবের জন্য তাঁকে কিছুদিনের মধ্যেই আবার কারাবরণ করতে হয়। এই সংগ্রামী দেশনায়কের অপ্রতিরোধ্য শক্তি দেখে ইংরেজ সরকার ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিলেন। তাই জীবনের অধিকাংশ সময়েই সুভাষচন্দ্রকে কাটাতে হয়েছে কারান্তরালের অন্ধকারে।

রাজনৈতিক জীবন ঃ- দেশবন্ধুর মতনই স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থক নেতাজি র পথও এক ছিল এক। ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে তিনি হরিপুরা ও ত্রিপোলিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। ত্রিপুরি কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর বিরোধিতা সত্ত্বেও সুভাষ চন্দ্র বোসের সভাপতি নির্বাচন তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তারই প্রমাণ দেয়। তিনি চিলেন চরমপন্থীর অগ্রনায়ক। অতএব নেতাজির চরমপন্থী চিন্তাধারার সঙ্গে কংগ্রেসের মধ্যপন্থী দলের মতবিরোধ হয়।

তাঁর সভাপতি নির্বাচনে নরমপন্থীরা বিক্ষুব্ধ হলে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে কংগ্রেস ত্যাগ করে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করেন ও জাতিকে স্বাধীনতা অর্জনের পথে নতুনভাবে দীক্ষিত করতে চাইলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে ও বিশ্বব্যাপী ইংরেজের প্রতি বিরোধীতা ছড়িয়ে দিতে। শক্তি ও অস্ত্রবল জোগাড় করতে তিনি বিদেশে পাড়ি দেবার কথা ভাবেন; ঠিক সেই সময় তাঁর সঙ্গে জওহরলাল ও গান্ধীর মতবিরোধ হয়; কারণ ইংরেজদের সঙ্গে বারবার আলাপ-আলোচনা ও অহিংস প্রতিবাদে যে স্বাধীনতা আসার নয় তা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন সুভাষ। 'স্বাধীনতা কেউ দেয় না, ছিনিয়ে নিতে হয়'। ব্রিটিশদের সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে যে স্বাধীনতা প্রাপ্তি হবে না তা বুঝে গিয়িছেলন সুভাষ। তাঁর যুক্তি ছিল স্বাধীনতা হল এক শক্তির উন্মেষ এবং তাকে জাগাতে গেলে যুবা ভারত-কে জাগ্রত করে তুলতে হবে। বিশ্বাস দেখানোর মতো প্রেরণা জোগাতে হবে সকল ভারতবাসীকে। হিংসা মানে যে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করতে হবে তা বিশ্বাস করতেন না তিনি কিন্তু, সেই অপরাধ যদি বৃহত্তর স্বার্থের হিতকর হয় এবং অন্তরের আত্মা যদি এই অপরাধ করার জন্য ডাক দেয় তাহলে সে পথ থেকে পিছু হঠার প্রশ্ন ওঠে না বলেও মনে করতেন তিনি।

ইংরেজ সুভাষচন্দ্রকে তাদের সামনে আসন্ন বিপদ ভেবে তাকে নজরবন্দী করে রাখে কিন্তু দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক সুভাষচন্দ্র রক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে বিদেশে পাড়ি দেন।

সিঙ্গাপুরে মুক্তি ফৌজ গঠন ঃ- ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী - চারিদিকে সংবাদ রটে যায় যে সুভাষ চন্দ্রকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না; তিনি নিরুদ্দেশ। এদিকে তিনি জিয়াউদ্দিনের ছদ্মবেশে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে রহস্যজনকভাবে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে চলেছেন একক পথিক হয়ে ; স্বদেশের মুক্তি পূজারি হিসাবে। কাবুল ,বার্লিন ,সিঙ্গাপুর- অসুস্থ দেহে তিনি এক প্রচণ্ড আগ্নেয় ঝড়ের মতো ছুটে চলেছেন। সিঙ্গাপুরে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে গঠিত ''আজাদ হিন্দ ফৌজে'' সুভাষচন্দ্র হলেন সর্বাধিনায়ক, হলেন রূপকথার রাজপুত্র ; ভারতের প্রিয় নেতাজি।

ভারত আগমন ও পরাজয় ঃ- সেই সময় ইংরেজদের শত্রুদেশে জাপানে পৌঁছে সুভাষ চন্দ্র বোস তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন। সবাই তাঁকে ''নেতাজি'' রূপে বরণ করল।তার চোখে তখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন, কণ্ঠে বজ্র গম্ভীর আহ্বান, 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব'। সেই সঙ্গে তাঁর নির্দেশ 'দিল্লি চলো'। আজাদ হিন্দ বাহিনী ''জয় হিন্দ'' বলে এগিয়ে চলে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। লক্ষ্য দিল্লির লালকেল্লা। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে আজাদ হিন্দ ফৌজ নেতাজির নেতৃত্বে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। যুদ্ধ চলতে থাকল। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের মাটি ইম্ফলে স্বাধীন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। কিন্তু জাপানের অসহযোগিতা এবং বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয় আজাদ হিন্দ বাহিনীকে দুর্বল করে তোলে। এই সময় সুভাষচন্দ্র জাপানের তাইহোকু বিমানবন্দর থেকে বিমানে যাত্রা করেন সাহায্যের আশায়; তারপর আর নেতাজির কোনো খবর পাওয়া যায়নি। সংবাদে প্রকাশ তিনি পথমধ্যে, বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

মৃত্যু রহস্য ঃ- দেশবাসী তাঁর মৃত্যু সংবাদ আজও বিশ্বাস করে না। কোনো কোনো গবেষক এ ও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে নেতাজি জীবিত,তাকে সাইবেরিয়ার জেলে বন্দি রাখা হয়েছে; আবার কেউ কেউ বলেন তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে। এ নিয়ে কমিশন ও বসেছে কিন্তু রহস্য যেই তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। ভারতের প্রিয় নেতাজি মরণ বিজয়ীর গৌরবে ভারতবাসীর হৃদয়ে রয়েছেন চির প্রতিষ্ঠিত। দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গকৃত প্রাণ; নেতাজি আমাদের কাছে এক আদর্শ ব্যক্তিত্ব। ভারতমাতার সৈনিক হিসেবে নিজেকে মনে করতেন সুভাষচন্দ্র বসু । তাই তিনি বিশ্বাস করতেন যে জন্মের পর থেকেই তিনি জাতির জন্য আত্মবলিদানে নিবেদিত। সেই কারণে তাঁর মধ্যে ভয় -আশঙ্কা, কোনো কিছুই বাসা বাঁধতে পারেনি। তাই যতক্ষণ বেঁচে ছিলেন দেশমাতৃকার সেবা এবং ভারতবাসীকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করার কাজেই নিয়োজিত ছিলেন সুভাষ।ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম, দেশবাসীর জন্য সমবেদনা, তাহার মহান ত্যাগ আমাদের কাছে পাথেয় স্বরূপ। তারুণ্যের মূর্ত প্রতীক সুভাষচন্দ্র তরুণ সমাজের কাছে আদর্শ স্থল। ভারতের স্বাধীনতা ছিল নেতা

সন্ন্যাসী সুভাষ থেকে নেতাজি সুভাষ

ভাষ সম্পর্কে বলতে গেলে বা সু। তাঁকে উপস্থাপন করতে গেলে প্রথমেই মনে হয় তিনি একাধারে সন্ন্যাসী, একাধারে - বিপ্লবী এবং সর্বোপরি দেশনায়ক। তাঁর এ চিন্তায়, মননে, সাহসীকতায়, সংকল্পে, এ সংযমে, অফুরান প্রানশক্তিতে এবং আত্মত্যাগের উৎস ছিল স্বামী বিবেকানন্দ। সুভাষ যেন স্বামী বিবেকানন্দর মানসপুত্র। - তাই সুভাষ নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছেন স্বামী - বিবেকানন্দ জীবিত থাকলে, তিনি নিশ্চয়ই - আমার গুরুদেব হতেন। অর্থাৎ তাঁকে আমি এ গুরুপদে বরণ করতাম। আমি যতদিন - জীবিত থাকব, ততদিন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দে একান্ত অনুরক্ত থাকব। স্বামী এ বিবেকানন্দের চোখই সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষকে দেখেছেন ও চিনেছেন। সুভাষের জীবনে - বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব ছিল - অপরিসীম। সুভাষচন্দ্র বলেছেন, ''বিবেকানন্দের আইডিয়াল হল আমার আইডিয়াল''। সুভাষচন্দ্রের মতো ব্যক্তি এমন কথা বলার কারন আমাদের অবশ্যই জানা প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ''আত্মসংযম ছাড়া আধ্যাত্মিক উন্নতি অসম্ভব। আর স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, আত্মশুদ্ধির উদ্বোধন করতে হলে চিত্তশুদ্ধি ও ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজন''। এই কথার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সুভাষচন্দ্রের জীবনে রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের অবস্থান। জীবনের চরমতম। সঙ্কটে সুভাষচন্দ্র বার বার আশ্রয় নিয়েছেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের কাছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর কথা বলতে গিয়ে সুভাষ ন বলেছেন, আমি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কাছে কত যে ঋণী তা কি ভাষায় প্রকাশ করব। তাঁদের পূণ্যভাবে আমার জীবনের ন উন্মেষ। মনে রাখতে হবে সুভাষ যখন এই কথা বলছেন তখন তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। নেতাজি সুভাষচন্দ্র - প্রায়ই গভীর রাতে সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ বাহিনীর দপ্তরের অদূরে রামকৃষ্ণ মিশনে গু যেতেন। শুধু তাই নয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক - হয়েও নেতাজি পট্টবস্ত্র পরিধান করে ঘন্টার - পর ঘন্টা সেখানে ধ্যান করতেন। তবে শুধু রামকৃষ্ণ মিশনের আধ্যাত্মিক জীবনের ও কাজকর্মের প্রতি নয়, মিশনের সেবামূলক কাজের জন্য সুভাষচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। - সুভাষ তখন ছাত্র, বয়স মাত্র ১৫। ওই বয়সেই সুভাষ এক আশ্চর্য মানসিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছেন। জীবনটা যেন মাঝিহীন নৌকার মতো, দিকভ্রষ্ট। একটা কূলের দিশা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এমন অবস্থায় তিনি লিখছেন, একটা আদর্শের প্রয়োজন। যার উপর ভিত্তি করে আমার সমস্ত জীবনটা গড়ে তুলতে পারব। সব রকম প্রলোভন তুচ্ছ হয়ে যাবে। এমন একটি আদর্শ খুঁজে বার করা কিন্তু সহজ ছিল না। বাস্তব অর্থে সুভাষের জীবন তখন এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলছে। অস্থিরতায় তখন তিনি প্রায় উদভ্রান্ত। এমন অবস্থায় একদিন হঠাৎ সুভাষ তাঁদেরই প্রতিবেশী এক নিকট আত্মীয় সুহৃদচন্দ্র মিত্রর বাড়িতে গেলেন। সুহৃদচন্দ্রর ঘরে বসে থাকার সময় কিছু বইয়ের দিকে তাঁর নজর গেল। ওই বইগুলোর মধ্যে বেশ কিছু বিবেকানন্দের লেখা বইও ছিল। সুভাষ বিবেকানন্দের লেখা কয়েকটি বই হাতে তুলে নাড়াচড়া করতেই চমকে উঠলেন। এই জিনিসই তিনি এতদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। সুভাষ বইগুলো বাড়ি নিয়ে এলেন। গোগ্রাসে গিলতে শুরু করলেন বইগুলো। পড়তে পড়তে এক সময় তিনি বিবেকানন্দে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। দিনের পর দিন কেটে গেল। সুভাষকে সেদিন সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিল বিবেকানন্দের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তিদের লেখা চিঠিপত্র এবং তাঁর বক্তৃতা সমূহ। সুভাষের মনের দীর্ঘদিনের জমে থাকা জিজ্ঞাসা ও নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলেন। পেলেন জীবনের নতুন দিশা। শুরু হল জীবনের নতুন পথচলা। সুভাষচন্দ্র মনে মনে স্থির করে ফেললেন, বিবেকানন্দের মতো তিনিও সন্ন্যাস নিয়ে ভারত ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়বেন। এমনই ভাবনায় তাড়িত হয়ে ১৯১৩ এক দিনে সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর এক দল বন্ধু, হেমন্তকুমার সরকার, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং হরিপদ সুভাষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের বাসনা প্রার্থনা করেন। সুভাষের প্রার্থনা শুনে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বেশ কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর দিব্য দৃষ্টির মাধ্যমে সুভাষের মধ্যে দেখতে পান আগামী দিনের ভারতবর্ষের মুক্তিসূর্যকে। সিদ্ধপুরুষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের বুঝতে অসুবিধা হলনা এমন দীপ্তি যে মানবের মধ্যে বিরাজমান তাঁর জন্য অনেক বড় কাজ অপেক্ষা করছে। সেদিন সুভাষচন্দ্রের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ সুভাষকে বলেছিলেন,সন্ন্যাস তাঁর ক্ষেত্র নয়। সেখানে থেকে চলে যায়। সুভাষচন্দ্রের প্রথম জীবনের সন্ন্যাসের এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সন্ন্যাসী মনকে আটকে রাখা যায়নি। সুভাষচন্দ্রর মতো মহান মানুষদের কোন শক্তিই গতি রোধ করতে পারেনা। ঠিক এমনই ঘটলো এক বছর পরে অর্থাৎ ১৯১৪ সালে। সুভাষচন্দ্র এবার পরিব্রাজকের বেশে বেড়িয়ে পড়লেন ভারত ভ্রমণে। কারন ততদিনে বিবেকানন্দকে অনুসরণ করে সুভাষ উপলব্ধি করেছেন আগে ভারতবর্ষকে চিনতে হবে। আর ভারতবর্ষকে চিনতে গেলে পৌঁছতে হবে দেশের প্রতিটি প্রান্তে। তবেই জানা যাবে এদেশের মানুষকে, তাঁদের দুঃখ, দুর্দশা থেকে সমাজের কুসংস্কার ও অন্ধকার দিকগুলো। দাঁড়াতে হবে দেশবাসীর পাশে? রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের সেবার ব্রত তখন সুভাষচন্দ্রকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার বিবেকানন্দ বিচারমঞ্চের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

সোমবার জনি ওয়েস মুলারের মৃত্যুবার্ষিকী

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): জনি ওয়েস মুলার ১৯২০ এর দশকে বিশ্বের সেরা সাঁতারু হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি কখনও প্রতিযোগিতায় পরাজিত হননি এবং সৌখিন ক্রীড়াবিদ হিসেবে অপরাজিত থেকেই অবসর নেন।

ওয়েস মুলার অলিম্পিকে ৫টি সোনা ও একটি ব্রোঞ্জ সহ আমেরিকার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে বিশ্ব রেকর্ড করেন। সাঁতার কেরিয়ার শেষ করার পর তিনি নামেন অভিনয়ে। ১৯৩০ এর দশকে তিনি জনপ্রিয় টারজান চলচ্চিত্রে ধারাবাহিকভাবে অংশগ্রহণ করে অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বিশ্বের অন্যতম সেরা কালজয়ী ফ্যান্টাসি চরিত্র টারজনের নাম ভূমিকায় অভিনয় করে বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসেও নিজেকে রাখলেন অমর করে। ১৯৩২ সালে বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মেট্রো গোল্ড উইন মায়ারের (এমজিএম)সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। সে বছরই এমজিএম প্রযোজিত চলচ্চিত্র টারজান দ্যা এপ ম্যান নাম ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। এই ছবি দিয়েই তিনি নিজেকে নিয়ে যান অনন্য উচ্চতায়। টারজানের ভূমিকায় বহু অভিনেতা অভিনয় করলেও ওয়েস মুলার চরিত্রটিকে করে তোলেন আরও জনপ্রিয়। সোমবার এই নন্দিত সাঁতারু ও চরিত্র অভিনেতা জনি ওয়েস মুলারের ৪১তম মৃত্যুবার্ষিকী। ১৯৮৪ সালের ২০ জানুয়ারি মেক্সিকোর আকাপালকাতে প্রয়াত হন তিনি।

গাজিয়াবাদে অগ্নিকাণ্ডে মৃত ৪ শোকপ্রকাশ যোগী আদিত্যনাথের

গাজিয়াবাদ, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ গাজিয়াবাদের অগ্নিকাণ্ডে দুর্ঘটনায় মৃতদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। পাশাপাশি আহতদের হাসপাতালে উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবিবার সকালে উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে একটি ৪ তলা বাড়িতে ভয়াবহ আগুন লাগে।

ঘটনায় এক মহিলা এবং ৩ শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। বাড়িটির দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তলায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

৩টি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে।দমকল বাহিনী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় বাড়ি থেকে ৩২ বছরের গুলবাহার, তাঁর দুই ছেলে শান (৮) এবং জান (৯) এবং আরেক শিশু জিশানকে (৪) উদ্ধার করা হয়। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। বাড়ির ছাদে আটকে পড়া ৩০ বছরের আয়েশা এবং তার চার বছরের ছেলে আয়ানকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। বাড়ির মালিক

৫-৬ মাস আগে এসেছিল মুম্বইয়ে; সইফকে হামলায় অভিযুক্ত বাংলাদেশি, জানালো পুলিশ

মুম্বই, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): অভিনেতা সইফ আলি খানকে হামলায় অভিযুক্ত একজন বাংলাদেশি, ৫-৬ মাস আগে সে বাংলাদেশ থেকে এসেছিল। রবিবার সকালে এমনটাই জানিয়েছে মুম্বই পুলিশ। ডিসিপি জোন ৯ দীক্ষিত গেদাম বলেছেন, '১৬ জানুয়ারি ভোররাত ২টো নাগাদ অভিনেতা সইফ আলি খানকে তাঁর বাসভবনে আক্রমণ করা হয়েছিল। এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে ও একজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার নাম মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম শেহজাদ (৩০)। ডাকাতির উদ্দেশ্যে অভিনেতার বাড়িতে ঢুকেছিল। আমাদের সন্দেহ সে বাংলাদেশি।'

ডিসিপি জোন ৯ দীক্ষিত গেদাম আরও বলেছেন, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে অভিযুক্ত একজন বাংলাদেশি এবং অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের পর সে নিজের নাম পরিবর্তন করে। সে নিজের বর্তমান নাম হিসেবে বিজয় দাস ব্যবহার করছিল। পাঁচ-ছয় মাস আগেই মুম্বই এসেছে। সে কিছুদিন মুম্বইতে ছিল। অভিযুক্তরা একটি হাউসকিপিং এজেন্সিতে কাজ করত।"

কেজরিওয়ালকে হত্যার চক্রান্ত চলছে, চাঞ্চল্যকর অভিযোগ অতিশীর

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে হত্যার চক্রান্ত চলছে, এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেত্রী অতিশী। তিনি বলেছেন, 'এটা স্পষ্ট যে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে হত্যার জন্য অপরাধী ও গুন্ডাদের পাঠানো হয়েছে। হামলার সঙ্গে জড়িত দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন রোহিত ত্যাগী, যিনি পরভেশ বর্মার সঙ্গে থাকেন এবং পরভেশ বর্মার হয়ে প্রচার করেন। সেও একজন অপরাধী।'

রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে অতিশী বলেছেন, 'গতকাল নতুন দিল্লি বিধানসভায় অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গাড়িতে হামলা চালায় বিজেপির গুণ্ডারা। সেই পাথর যদি কাউকে আঘাত করত, তাহলে তা মারাত্মক হতে পারত। অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে কে আক্রমণ করেছে? রাহুল ওরফে সানকি নামে এক ব্যক্তিকে হামলা করতে দেখা গিয়েছে। এটা স্পষ্ট যে কেজরিওয়ালকে হত্যার জন্য গুন্ডা পাঠানো হয়েছে।'

এবারের প্রজাতন্ত্র দিবস খুবই বিশেষ, মন কি বাত অনুষ্ঠানে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): সমস্ত দেশবাসীকে প্রজাতন্ত্র দিবসের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন কি বাত-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'এই প্রজাতন্ত্র দিবস খুবই বিশেষ। এটি ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ৭৫-তম বার্ষিকী। এই বছর ভারতের সংবিধান বাস্তবায়নের ৭৫-বছর পূর্তি হল। আমি গণপরিষদের সেই সমস্ত মহান ব্যক্তিত্বদের প্রতি প্রণাম জানাই, যারা আমাদের পবিত্র সংবিধান দিয়েছেন।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'আপনারা অবশ্যই একটি বিষয় লক্ষ্য করেছেন, প্রতিবারই মাসের শেষ রবিবারে মন কি বাত হয়। কিন্তু এইবার, আমরা এক সপ্তাহ আগে, মাসের চতুর্থ রবিবারের পরিবর্তে তৃতীয় রবিবার মিলিত হয়েছি, কারণ পরের রবিবার প্রজাতন্ত্র দিবস। আমি সকল দেশবাসীকে প্রজাতন্ত্র দিবসের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাই।'

অন্ধ্রপ্রদেশে রবিবার একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): রবিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অন্ধ্র প্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-র ২০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। এই উপলক্ষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ২০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সংস্থার দক্ষিণ ক্যাম্পাস, এনডিআরএফ-এর দশম ব্যাটালিয়নের ক্যাম্পাস এবং সুপৌলে আঞ্চলিক মোকাবিলা কেন্দ্র। জানা গেছে, অমিত শাহ হায়দরাবাদের ন্যাশনাল পুলিশ অ্যাকাডেমি (এনপিএ)-তে একটি নতুন শুটিং রেঞ্জ-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এই শ্যুটিং রেঞ্জে পুলিশ অফিসারদের গুলি চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

দুর্গাপুরে বন্ধ কারখানা থেকে উদ্ধার দুই শ্রমিকের দেহ, তদন্তে পুলিশ

দুর্গাপুর, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): দুর্গাপুরে বন্ধ কারখানার ভিতর থেকে দুই শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো। পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের কাঁকসার বামুনারা শিল্পতালুকের একটি বেসরকারি কারখানার আবাসনে এই ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাঁকসা থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য।

রবিবার বন্ধ কারখানার ভেতর থেকে দুই শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে দুর্গাপুরে বামুনারা শিল্পতালুকে। পুলিশ জানিয়েছে, ত্রিভুবন ঠাকুর ও জ্ঞানী বর্মা নামে এই দুই শ্রমিক উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা। চলতি মাসের আট তারিখ থেকে এই কারখানা বন্ধ ছিল। এই শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে কারখানার ভেতরের আবাসনে থাকতেন। রবিবার সকালে এই দুই শ্রমিকের গ্রামের এক আত্মীয় এদের ডাকাডাকি করার পর দরজা না খোলায়, দরজা ভেঙে দেখেন ঘরের ভেতরেই বিছানায় পড়ে রয়েছেন দুই শ্রমিক। তখনই কাঁকসা থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। এরপর পুলিশ এসে মৃতদেহ দু"টি দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তর জন্য পাঠায়।

মহাকুম্ভের জনপ্রিয়তা প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য গর্বের বিষয় : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): এবার আমরা এত বৃহৎ পরিসরে কুম্ভের ডিজিটাল পদচিহ্ন প্রত্যক্ষ করছি। কুম্ভের এই বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য গর্বের বিষয়।' রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'কুম্ভ অনুষ্ঠান আমাদের আরও বলে যে, আমাদের ঐতিহ্য কীভাবে সমগ্র ভারতকে একত্রিত করে। উত্তর থেকে দক্ষিণে বিশ্বাস মেনে চলার উপায় একই। একদিকে, প্রয়াগরাজ, উজ্জয়িনী, নাসিক এবং হরিদ্বারে কুম্ভের আয়োজন করা হয়; অন্যদিকে, দক্ষিণ অংশে, গোদাবরী, কৃষ্ণা, নর্মদা এবং কাবেরী নদীর তীরে পুষ্করম আয়োজন করা হয়।'

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ শুরু হয়েছে। মানবতার এক অবিস্মরণীয় সমুদ্র, অবিশ্বাস্য দৃশ্য এবং সাম্য ও সম্প্রীতির এক অসাধারণ সঙ্গম! এবার, কুম্ভে অনেক ঐশ্বরিক সাদৃশ্যও মিলিত হচ্ছে। এই কুম্ভ উৎসব বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের উৎসব উদযাপন করে।'

এযাবৎ মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান ৭.৭২ কোটি পুণ্যার্থীর

প্রয়াগরাজ, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান অব্যাহত। বিপুল সংখ্যক ভক্তসমাগম হয়েই চলেছে। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃতস্নান করেছেন ভক্তরা। বিশ্বের বৃহত্তম এই ধর্মীয় সমাবেশে এখনও আসছেন ভক্তরা।

জানা গেছে, এ পর্যন্ত ৭ কোটি ৭২ লক্ষেরও বেশি পুণ্যার্থী মহাকুম্ভে যোগ দিয়েছেন এবং ত্রিবেণী সঙ্গমে পবিত্র স্নান করেছেন। সঙ্গমের বাইরেও, মহাকুম্ভ মেলা উত্তর প্রদেশ জুড়ে পর্যটনকে আরও উজ্জীবিত করেছে।

মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে অবস্থান বিক্ষোভ অব্যাহত, ধর্না জুনিয়র চিকিৎসকদের

মেদিনীপুর, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে অবস্থান বিক্ষোভে গাইনি বিভাগের চিকিৎসকরা।

মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে প্রিন্সিপালের অফিসের সামনে শনিবার রাত থেকে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছেন গাইনি বিভাগের জুনিয়র চিকিৎসকরা। এই হাসপাতালেই প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় গত ১৬ জানুয়ারি ১২ জন চিকিৎসককে সাসপেন্ড ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ১২ জনের মধ্যে ৬ জন ছিলেন জুনিয়র চিকিৎসক। এরপর গতকাল আরও একজন জুনিয়র চিকিৎসকের সাসপেনশন অর্ডার এসে পৌঁছয় মেদিনীপুর মেডিক্যালে। আর তাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন জুনিয়র চিকিৎসকেরা। শনিবার রাত থেকেই মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে ধর্নায় বসেছেন গাইনি বিভাগের জুনিয়র চিকিৎসকেরা।

জম্মুতে নাকা চেকিংয়ে মাদক-সহ দুই পাচারকারী গ্রেফতার

জম্মু, ১৯ জানুয়ারি (হি..স.): জম্মুর নেহরু মার্কেট পুলিশের তৎপরতায় নাকা চেকিংয়ের সময় ৩০.৯২ গ্রাম হেরোইনের মতো নিষিদ্ধ পদার্থ উদ্ধার হয়েছে। ধরা পড়েছে দুই মাদক পাচারকারী।

এলাকায় নাকা চেকিং চলাকালে পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় একটি অল্টো গাড়ি আটকানো হয়। গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় মাদক। ধৃতরা হল - আদিল গুল এবং রইস, দু'জনই অনন্তনাগের বাসিন্দা। নেহরু মার্কেট পুলিশের নেতৃত্বে অভিযান চলে। পুরো ঘটনাটি পরিচালিত হয়েছে গান্ধীনগর থানার তত্ত্বাবধানে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান , অভিযুক্তদের সঙ্গে আরও কারা যুক্ত রয়েছে এবং মাদক আসছে কোথা থেকে, তা জানতে তদন্ত চলছে। মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার করার বার্তা দিয়েছে জম্মু পুলিশ।

নুনেসের জোড়া গোলে জয়ের পথে ফিরল শিরোপাপ্রত্যাশী লিভারপুল

ব্রেন্টফোর্ড, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : ব্রেন্টফোর্ডের মাঠে শনিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ২-০ গোলে

ব্রেন্টফোর্ডের বিরুদ্ধে জিতেছে আর্না স্লটের দল লিভারপুল। বদলি নামা দারউইন নুনেসের জোড়া গোলে জয়ের পথে ফিরল শিরোপাপ্রত্যাশী দলটি। লিগে দুই ম্যাচ পর জয়ের দেখা পেল তাঁরা।

উল্লেখ্য, লিগ কাপে সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগে টটেনহ্যাম হটস্পারের মাঠে হেরেছিল স্লটের দল।

ম্যাচে লিভারপুলেরই আধিপত্য ছিল।৬০ শতাংশের বেশি সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য লিভারপুল ৩৭টি শট নিয়ে ৮টি লক্ষ্যে রাখতে পেরেছিল। যেখানে ব্রেন্টফোর্ডের ১১ শটের ৬টি লক্ষ্যে ছিল।

২১ ম্যাচে ১৫ জয় ও ৫ ড্রয়ে ৫০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল লিভারপুল। আর এক ম্যাচ বেশি খেলে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে ১১ নম্বরে ব্রেন্টফোর্ড।

ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছেন : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছেন। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন কি বাত-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আমাদের বিজ্ঞানীরা মহাকাশে গাছপালা জন্মানোর এবং তা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন।'

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ৩০ ডিসেম্বর মহাকাশে পাঠানো এই বীজগুলি মহাকাশে অঙ্কুরিত হয়েছে। এটি একটি অনুপ্রেরণামূলক পরীক্ষা যা ভবিষ্যতে মহাকাশে সবজি চাষের পথ খুলে দেবে। এটি দেখায় যে আমাদের বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যতের জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছেন।'

দাঁতনে হাতির হানায় মৃত্যু বৃদ্ধের, গুরুতর আহত একজন

দাঁতন, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতনে হাতির হানায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। আহত হয়েছেন আরও একজন। মৃতের নাম রাম মুর্মু (৭৩)। অন্যদিকে, আহত ব্যক্তি এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য জয় নারায়ণ প্রধান। তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে দাঁতন গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে ওড়িশায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

রবিবার হাতির সামনে পড়ে যান রাম মুর্মু ও নারায়ণ প্রধান। হাতির হানায় রাম মুর্মু প্রাণ হারিয়েছেন, অপরজন গুরুতর আহত হয়েছেন, তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

কালকাজি আসনে কংগ্রেসই জিততে চলেছে : অলকা লাম্বা

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): দিল্লির কালকাজি বিধানসভা আসনে এবার কংগ্রেসই জিততে চলেছে, দাবি করলেন এই আসনের কংগ্রেস প্রার্থী অলকা লাম্বা। রবিবার কংগ্রেস প্রার্থী অলকা লাম্বা বলেছেন, 'এবার পরিবর্তন ঘটতে চলেছে কালকাজিতে। ১০ বছর কম ছিল না। মানুষ অসুখী ও অস্থির।' অলকা লাম্বা আরও বলেছেন, 'জনগণ একটি বিষয়ে মনস্থির করেছে, আর তা হলো পরিবর্তন।

দিল্লিতে খারাপভাবে হারতে চলেছে বিজেপি, দাবি কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): দিল্লিতে খুব খারাপভাবে হারতে চলেছে বিজেপি, এমনটাই দাবি করলেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার কেজরিওয়াল বলেছেন, 'এবার আমরা যে ধরনের প্রচার দেখছি, তা আগে কখনও দেখা যায়নি। এমন হিংসা দিল্লির জনতা কখনও দেখেনি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে হত্যার চেষ্টা চালানো হয়েছে। আমার জীবন সমাজ ও দেশের জন্য নিবেদিত। তাঁরা খারাপভাবে হারতে চলেছে এবং এভাবেই তাঁরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে জানে।'

কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, 'দিল্লির জমি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আসে, কেন্দ্রীয় সরকার যদি উচ্চ ভর্তুকি হারে জমি প্রদান করে, তাহলে দিল্লি সরকার সেই জমির উপর বাড়ি তৈরি করবে এবং সরকারি কর্মচারীরা সহজ কিস্তিতে অর্থ প্রদান করবে এবং বাড়ির মালিক হবেন।'

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ: দুই গোলে এগিয়ে থেকেও আর্সেনাল ম্যাচ ড্র করল

লন্ডন, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : অ্যামিরেটস স্টেডিয়ামে শনিবার প্রিমিয়ার লিগের আর্সেনাল ও অ্যাস্টন ভিলার ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। আর্সেনালের হয়ে গোল করেন গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি ও কাই হাভার্টজ। আর অ্যাস্টন ভিলার হয়ে ব্যবধান কমান ইউরি টিয়েলেমান্স ও ওয়াটকিন্স। লিগে ৩ ম্যাচের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার পয়েন্ট হারাল আর্সেনাল। তাতে শিরোপা দৌড়েও বড় একটা ধাক্কা খেল দলটি। ২২ ম্যাচে ১২ জয় ও ৮ ড্রয়ে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে তাঁরা। লিভারপুল ২১ ম্যাচে ৫০ পয়েন্ট নিয়ে আছে শীর্ষে।অ্যাস্টন ভিলা ২২ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে আছে ৭ নম্বর স্থানে।

দেশে আরও দু"টি নতুন বাঘ সংরক্ষণাগার করা হয়েছে, জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): দেশে আরও দু"টি নতুন বাঘ সংরক্ষণাগার করা হয়েছে, রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মন কি বাত-এর ১১৮ তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'গত দুই মাসে, আমাদের দেশে দু"টি নতুন বাঘ সংরক্ষণাগার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি হল গুরু ঘাসীদাস - ছত্তিশগড়ের তামর পিংলা টাইগার রিজার্ভ এবং দ্বিতীয়টি হল মধ্যপ্রদেশের রাতাপানি টাইগার রিজার্ভ।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'নিকোবর জেলার ভার্জিন নারকেল তেল সম্প্রতি জিআই ট্যাগ পেয়েছে। এই অর্জনের পর একটি নতুন উদ্যোগ চালু করা হয়েছে। তেল উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত মহিলাদের আত্মনির্ভর গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে এবং তাঁরা বিপণন ও ব্র্যান্ডিং বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।'

বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার পথে বাইক দুর্ঘটনা, উলুবেড়িয়ায় মৃত দুই যুবক

হাওড়া, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনয় মৃত্যু হল দুই যুবকের। মারাত্মকভাবে জখম আরও একজন। বিয়ে বাড়ি থেকে একই বাইকে তিনজন সওয়ার হয়ে ফেরার পথেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। মৃতেরা হল ফারুক মল্লিক (১৮) ও সেখ সাইদুল (২২)।

পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে উলুবেড়িয়া শ্যামপুর রাস্তায় কালীনগর ফারুক সাহেবের মোড়ে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি একটি হোটেলের দেওয়ালে ধাক্কা মারে, যার জেরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে দেওয়ালের একাংশ। আর তার ফলেই মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতদের বাড়ি উলুবেড়িয়া পুরসভার ২৪ নং ওয়ার্ডের জগদীশপুরে।

জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে একটি বিয়ে বাড়ি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর তিন যুবক একটি বাইকে চেপে শ্যামপুরের দিকে যাচ্ছিল। রাত ১২টা নাগাদ ফারুক সাহেবের মোড়ের কাছে এসে বাইকটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। যার জেরে, ৩ বাইক আরোহী মারাত্মক জখম হয়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারাই আহত ৩ জনকে উদ্ধার করে উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ফারুক এবং সাইদুলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, অপরজনের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়।

রবিবার আইএলএস হাসপাতালের উদ্যোগে একদিনের স্বাস্থ্য শিবির আয়োজিত হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শীতকালে শুষ্ক ত্বকের সমস্যার ওয়ান স্টপ সলিউশন কাঁচা দুধ

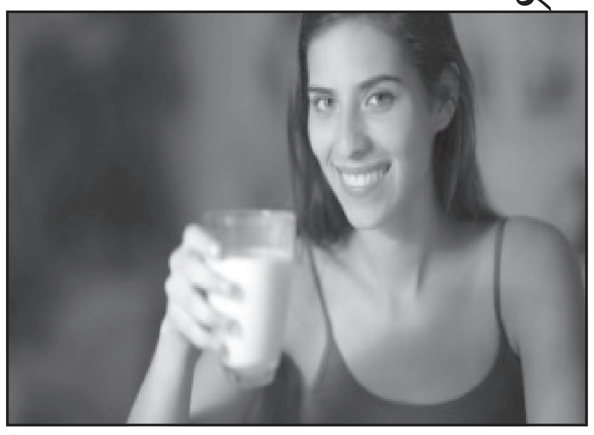

রোজ এক গ্লাস করে দুধ খেলে দেহে কখনও কোনও পুষ্টির ঘাটতি হবে না। আর যদি রূপচর্চার অংশ করে নেন, দুধ আপনার ত্বকের একাধিক সমস্যা দূর করে দেবে। ত্বকের উপর হাজারো উপকারিতা এনে দেয় দুধ।

ঘরোয়া উপায়ে উজ্জ্বল ত্বক পেতে চাইলে কাঁচা দুধের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে। কাঁচা দুধে তুলোর বল ডুবিয়ে সারা মুখে লাগিয়ে নিন। হালকা হাতে মালিশও করতে পারেন। তারপর ঈষদুষ্ণ জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন।

দুধের মধ্যে ভিটামিন এ, ডি এবং ই রয়েছে, যা ত্বকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। এগুলো ত্বককে ফ্রি র‍্যাডিকেলের হাত থেকে রক্ষা করে এবং ত্বকের অকাল বার্ধক্য প্রতিরোধ করে। মেনোপজের পরও ত্বকের জেল্লা ধরে রাখতে গেলে দুধ দিয়ে ত্বকের যত্ন নিতেই হবে।

নিয়মিত মুখে কাঁচা দুধ মাখলে ত্বক পরিষ্কার থাকে। এটি ত্বকের উপর প্রাকৃতিক ক্লিনজার হিসেবে কাজ করে। পাশাপাশি ত্বককে এক্সফোলিয়েট করে মরা কোষ পরিষ্কার করে দেয়। এতে ত্বক অনেক বেশি উজ্জ্বল দেখায়। স্কিন টোন উন্নত হয়।

শীতকালে ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে যায়। কিন্তু কাঁচা দুধে মধু মিশিয়ে মাখলে এই সমস্যার সঙ্গে লড়াই করা সহজ হবে। দুধের মধ্যে ময়েশ্চারাইজিং উপাদান রয়েছে, যা ত্বককে হাইড্রেট করে। পাশাপাশি এর মধ্যে থাকা প্রাকৃতিক ফ্যাট, প্রোটিন ও জল ত্বককে নরম ও কোমল করে তোলে।

শীতকালে শুষ্কতার পাশাপাশি ত্বকের হাজারো সমস্যা দেখা দেয়। ব্রণ থেকে শুরু করে চুলকানি, র‍্যাশের সমস্যা লেগেই থাকে। এসব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে কাঁচা দুধের মধ্যে হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে মাখুন। এই অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান ত্বকের প্রদাহ কমাবে।

শীতকালেও ত্বকে ট্যান পড়ে। আর সেই ট্যান তুলতে কালঘাম ছুটে যায়। এক্ষেত্রে আপনি বেসন ও হলুদ গুঁড়োর সঙ্গে এক চামচ কাঁচা দুধ মিশিয়ে মাখতে পারেন। এই ফেসপ্যাক মরা কোষ, ট্যান সব পরিষ্কার করে দেবে এক নিমেষে। আপনি প্রতিদিন কাঁচা দুধ দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করতে পারেন। সময়ের অভাবে যদি তা না হয়ে থাকে, তাহলে সপ্তাহে অন্তত একদিন কাঁচা দুধ দিয়ে ত্বকের যত্ন নিন। এতেই কিছুদিনের মধ্যে ত্বকের পার্থক্য ধরা পড়বে।

আপনার মেটাবলিজম যত উন্নত হবে, ওজন কমানো সহজ হবে। আর এক্ষেত্রে বেশ কিছু খাবার আপনাকে পাতে রাখতে হবে। মেটাবলিজম বাড়াতে কাঁচা লঙ্কা খান। এতে ক্যাপসাইসিন নামের যৌগ রয়েছে, যা ক্যালোরি পোড়াতে সাহায্য করে। দুধ-চা ও কফি খাওয়ার বদলে গ্রিন টি-তে চুমুক দিন। গ্রিন টি অ্যান্টিঅক্সিডেন্তে পরিপূর্ণ। এতে থাকা ক্যাটেচিন মেটাবলিজম বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। গ্রিন টি পান করলে ওজন কমার পাশাপাশি একাধিক স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া যায়।

মেটাবলিজম উন্নত করতে হলে ডায়েটে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার রাখা জরুরি। এক্ষেত্রে আপনি মাংস-ডিম থেকে শুরু করে ডাল, পনিরও খেতে পারেন। পাশাপাশি প্রোটিন পাউডারও খেতে পারেন। লেবুজাতীয় ফল মেটাবলিজম বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। পাতিলেবু, কমলালেবু ও বাতাবিলেবুর মতো ফল রোজ খান। সাইট্রাস ফল ভিটামিন সি-তে পরিপূর্ণ হয়। এগুলো ওজনও কমায় এবং ইমিউনিটি বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে। ওজন কমানোর ডায়েটে অবশ্যই ওটস রাখুন। ওটসের মধ্যে ফাইবার রয়েছে, যা রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি আপনার পেট দীর্ঘক্ষণ ভর্তি রাখে। মেটাবলিজম ঠিক রাখতে গেলে এই খাবার রোজ খেতে হবে।

হাঁসের মাংসের মালাইকারি

কনকনে শীতে হাঁসের মাংস আর গরম ভাত। এই জুটি কিন্তু শুধু গা গরম করবে না, সঙ্গে শীতের পেটপুজোয়ে একেবারে মন কেড়ে নেবে। কিন্তু অনেকে মনে করেন বাড়িতে হাঁসের মাংস বানানো বেশ কঠিন। এ ব্যাপারে রেস্তরাঁর শরণাপন্নই হতে হয়। চিন্তা নেই। খুব সহজে বাড়িতেও বানিয়ে ফেলতে পারবেন হাঁসের মাংসের মালাইকারি।

যা যা লাগবে-

হাঁস ২টো, নারকেলের দুধ ৬ কাপ, টক দই ১ কাপ, মিষ্টি দই ১ কাপ, কাঁচা দুধ ১ কাপ, পিঁয়াজ কুচি ১ কাপ, পিঁয়াজ বাটা আধা কাপ, আদা বাটা ৪ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, জিরা বাটা ১ চা-চামচ, বাদাম বাটা ২ টেবিল চামচ, পোস্তদানা বাটা ২ টেবিল চামচ, হলুদগুঁড়ো ৮ চা-চামচ, মরিচগুঁড়ো ১ চা-চামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, গরম মশালার গুঁড়ো ১ চা-চামচ, জায়ফল-জয়ত্রী গুঁড়ো আধা চা-চামচ, দারুচিনি ৬ টুকরো, এলাচ ৬টি, লবঙ্গ ৬টি, তেজপাতা ৪টি, ঘি আধা কাপ, তেল এক কাপ, নুন পরিমাণ মতো, কাঁচা লঙ্কা ৫-৬টি, বেরেস্তা আধা কাপ।

তৈরি করুন এভাবে- হাঁস পরিষ্কার করে চামড়াসহ টুকরোগুলো ধুয়ে জল ঝরিয়ে দুধ, হলুদ মেখে এক ঘণ্টা রাখতে হবে। তেল ও ঘি গরম করে তাতে পিঁয়াজ বাদামি রঙে ভেজে সব বাটা মশলা দিয়ে কষিয়ে মাংস দিয়ে কষাতে হবে। নুন, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, তেজপাতা, লঙ্কা, গোলমরিচ, দই দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে ৫ কাপ নারকেলের দুধ ও ২ কাপ গরম জল দিয়ে ঢেকে রান্না করতে হবে। মাংস সেদ্ধ না হলে আরও জল দিতে হবে। মাংস সেদ্ধ হয়ে ঝোল কমে গেলে এক কাপ নারকেলের দুধ, বেরেস্তা, গরম মশলা গুঁড়ো, জায়ফল-জয়ত্রী গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে অল্প আঁচে কিছুক্ষণ রেখে তেলের ওপর এলে মালাই দিয়ে নামাতে হবে। হাঁসের মাংসের মালাইকারি রুটি, নানরুটি, পরোটা, ভাত অথবা ভুনা খিচুড়ির সঙ্গে পরিবেশন করা যায়। কনকনে শীতে হাঁসের মাংস আর গরম ভাত। হাঁসের মাংসের মালাইকারি রুটি, নানরুটি, পরোটা, ভাত অথবা ভুনা খিচুড়ির সঙ্গে পরিবেশন করা যায়।

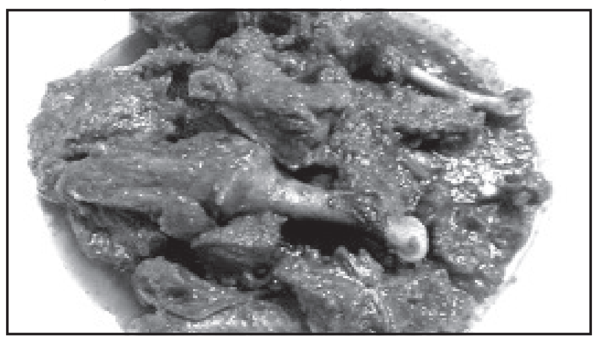

ব্রেকফাস্টে পাউরুটিতে জ্যাম মাখিয়ে খান

আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা দিনের শুরুতে জলখাবারে জেলি দিয়ে পাউরুটি খান কিংবা খালি পেটে মধু দিয়ে রসুন খান। পেট ভরাতে, শরীরে পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে এমন অনেক খাবার আমরা খেয়ে থাকি। কিন্তু কোন খাবার আমাদের জন্য উপকারী আর কোনটা শরীরের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলছে, এটা অনেকেই জানি না।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এমন কিছু স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়েও শরীরে গোলমাল দেখা দিচ্ছে। এটা হল ভুল খাবারের সংমিশ্রণের কারণে ঘটে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল হজম ক্ষমতার জন্যও কিছু কিছু খাবারের সংমিশ্রণ শরীরের উপর প্রভাব ফেলে। আমরা সকলেই সুস্থ জীবনযাপন করতে চাই। এর জন্য কোন খাবারের সংমিশ্রণগুলো এড়িয়ে চললে ভাল, জেনে নিন

জ্যাম ও পাউরুটি- ব্রেকফাস্টে অনেকেই পাউরুটিতে জ্যাম মাখিয়ে খান। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, এই খাবারের সংমিশ্রণ শরীরের জন্য ভাল নয়। পাউরুটিতে প্রোটিন ও ফ্যাট কম রয়েছে এবং কার্ব বেশি মাত্রায় রয়েছে। অন্যদিকে, জ্যামের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে চিনি রয়েছে যা আপনাকে এক ঘণ্টার জন্য শক্তি প্রদান করতে পারে। কিন্তু তারপরেই আপনার খিদে পাবে এবং মেটাবলিজম ধীর হয়ে যাবে। পরবর্তীকালে এটি পেটের সমস্যা তৈরি করবে। চা কিংবা কফির সঙ্গে পালং শাকের পরোটা- পরোটার সঙ্গে চা-কফি খাওয়ার অভ্যাস বাঙালির বেশ পুরনো। এখন শীতের মরশুমে এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে পালং শাকের পরোটাও নিশ্চয়ই রাঁধছেন। কিন্তু তা বলে পালং শাকের পরোটার সঙ্গে চা-কফি পান করবেন না। এতে শরীরে গ্যাসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। চায়ের মধ্যে পলিফেনল ও ট্যানিন এবং কফির মধ্যে ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড রয়েছে, যা শরীরকে আয়রন শোষণে বাধা দেয়। অন্যদিকে পালং শাক আয়রন সমৃদ্ধ। সুতরাং, এই সংমিশ্রণ আপনার শরীরে পুষ্টি ঘাটতি তৈরি করতে পারে।

দুধের সঙ্গে ফল- দুধ ও ফল দুটোই কিন্তু স্বাস্থ্যকর খাবার। কিন্তু এই দুটো একসঙ্গে খেলে আর 'স্বাস্থ্যকর' থাকবে না। অনেকেই দুধে বিভিন্ন ফল দিয়ে স্মুদি বানান। এই ভুল একদম নয়। বিশেষত লেবু জাতীয় ফল, ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল দুধের সঙ্গে খাবেন না। এতে দুধ এবং ফল উভয়েরই পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়।

পিতার সঙ্গে সোডা- পিতা অর্ডার করার সঙ্গে এক বোতল ঠান্ডা সোডাযুক্ত পানীয়ও অর্ডার করে দেন। এই ভুল আমরা প্রায়শই করে থাকি। কিন্তু এটা আমাদের শরীরে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। পিতার সঙ্গে সোডাযুক্ত পানীয় আমাদের হজম স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। এতে হজমশক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

৭ ঘণ্টা বসে থাকলে ঠিক যা যা ঘটতে পারে

ডিজিটাল যুগে জীবন ব্যস্ত হলেও, দিনের বেশিরভাগ সময় কাটে অফিসে চেয়ার-টেবিলে বসে। আবার কাজ শেষে ঘরে ফিরলেও বসেই সময় কাটছে কম্পিউটার বা টেলিভিশন আড্ডায়। আর হাতে স্মার্ট ফোন থাকলে গেইমস নিয়ে কিংবা ফেসবুক নিয়ে বসে চলে যায় ঘন্টার পর ঘন্টা।

এর ফলে মস্তিষ্ক ব্যস্ত থাকলেও শরীর থাকছে কচ্ছপের মতো মন্থর।

আর আধুনিক চিকিতাবিজ্ঞানে বলা হচ্ছে বেশিক্ষণ বসে থাকা ধূমপানের মতোই ক্ষতিকর। এর ফলে অকাল মৃত্যুও হতে পারে।

এই পরিস্থিতির ওপর করা অসংখ্য গবেষণায় দেখা গেছে, দীর্ঘসময় বসে থাকার কারণে অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের মেয়ো ক্লিনিক-অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটি ওবেসিটি সলিউশনস ইনিশিয়েটিভ''য়ের পরিচালক ডা. জেমস লিভিন অলস জীবনযাত্রার ক্ষতিকর দিক নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি বলেন, বসে থাকা ধূমপানের চেয়েও ক্ষতিকর। এটি এইচআইভি ভাইরাসে চেয়েও বেশি মৃত্যুর জন্য দায়ি, যা প্যারাশুটের চাইতেও বড় বিশ্বাসঘাতক। গবেষণায় দেখা গেছে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণে শরীরে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার, হৃদরোগ এবং ডায়বেটিস হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারের এক গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, যারা দিনে ১৩ ঘন্টা বা এর বেশি কিংবা কিছুক্ষণের বিরতির পর এক থেকে দেড় ঘণ্টা একটানা বসে থাকেন তাদের অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যায় দ্বিগুণ। অপরদিকে যারা একটানা সর্বোচ্চ আধা ঘণ্টা বসে কাটান তাদের অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি কম।

আমেরিকান জার্নাল অফ এপিডেমিওলজি''তে প্রকাশিত একটি গবেষণায় জানানো হয়, যারা দিনে ছয় ঘণ্টার বেশি সময় বসে থাকেন তাদের অকাল মৃত্যুর সম্ভাবনা দিনে যারা তিন ঘন্টা বা তার কম সময় বসে থাকেন তাদের চাইতে বেশি। এই গবেষণার জন্য ৫৩ হাজার ৪৪০ জন পুরুষ এবং ৬৯ হাজার ৭৭৬ জন নারীকে ১৪ বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

তাই সুস্থ থাকতে বসে খাবার খান, আর দীর্ঘক্ষণ না বসে কাজের ফাঁকে চেয়ার থেকে দেহটা তুলে নড়াচড়া করুন।

দুধ, পনির না দই, পুষ্টিগুণে এগিয়ে কে?

দুধ খাওয়া বেশি ভাল, না কি পনির বা দই? এই নিয়ে নানা রকম মতামত আছে। কেউ দুধ হজম করতে পারেন, আবার কারও দুধে অম্বল হয়, কিন্তু পনিরে নয়। আর দই হল প্রোবায়োটিক। খাদ্যতালিকায় টক দই রাখার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা। সুতরাং পুষ্টিগুণে কোনটি বেশি এগিয়ে এবং কোনটি খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য বেশি উপকারী, সে নিয়ে চর্চা চলেই। জেনে নেওয়া যাক, কোনটির কী গুণাগুণ।

দুধ হল সুষম খাদ্য। পুষ্টিবিদ শম্পা চক্রবর্তী জানাচ্ছেন, দুধে প্রচুর পরিমাণে ক্যালশিয়াম ও পটাশিয়াম আছে। এক কাপ দুধে ৮ শতাংশ ভিটামিন বি১২, ২ শতাংশ ভিটামিন এ, ১২ শতাংশ ক্যালশিয়াম, ৪ শতাংশ পটাশিয়াম, ১ শতাংশ সোডিয়াম ও ২ শতাংশ ম্যাগনেশিয়াম রয়েছে। দুধ হজম করতে পারলে ভাল, সে ক্ষেত্রে প্রতি দিন খেলে উপকারই হবে। তবে দুধ কোন সময়ে খাচ্ছেন এবং কতটুকু, তা জানা জরুরি। যেমন অনেকেই দুধ সকালে খেয়ে ফেলেন, তার পরেও গলা-বুক জ্বালা শুরু হয়। যাঁদের অম্বলের ধাত, তাঁদের সকালে দুধ না খাওয়াই ভাল। বরং খেতে হবে রাতে। যাঁদের উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা আছে, তাঁরা দুধ বুঝেশুনে খাবেন। পনিরে প্রোটিন খুব বেশি মাত্রায় থাকে। পনির হজমশক্তি বাড়ায়। হার্টের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। তবে পনির খুব বেশি মাত্রায় খেয়ে ফেললেই মুশকিল। সপ্তাহে এক বার খেলে ক্ষতি নেই। ঘরে পাতা টক দই শরীরের জন্য খুবই ভাল। পুষ্টিবিদের কথায়, ১০০ গ্রামের মতো দইতে ৮ শতাংশ ক্যালশিয়াম, ১৫ শতাংশ সোডিয়াম, ২ শতাংশ ম্যাগনেশিয়াম, ২ শতাংশ পটাশিয়াম থাকে। দই কিন্তু রোজ না খেলেই ভাল। সপ্তাহে ৩ দিন দই খেলে তা উপকারে আসবে। মনে রাখতে হবে, রাতে টক দই একেবারেই খাওয়া ঠিক নয়, খেতে হবে দু''টি মিলের মধ্যবর্তী সময়ে। কারা কোনটি বুঝেশুনে খাবেন?

ল্যাক্টোজ ইনটলারেন্ট হলে দুধ না খাওয়াই ভাল। হজমের সমস্যা, কিডনিতে স্টোন হলে অথবা ডায়াবিটিস থাকলে দুধ বুঝেশুনে খেতে হবে। অ্যালার্জি-জনিত রোগ, উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা থাকলে পনির বুঝেশুনে খেতে হবে। যাঁরা ওজন কমাতে চাইছেন, তাঁদের পনির না খাওয়াই ভাল। অথবা খেলে খুব কম পরিমাণে খেতে হবে। ত্বকের অ্যালার্জি -জনিত রোগ, অ্যাসিড রিফ্লাক্সের সমস্যা থাকলে দই না খাওয়া বা কম খাওয়াই ভাল। আর্থাইটিসের ভুগছেন যাঁরা, তাঁরাও দই খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। সর্দি-কাশির সমস্যা থাকলেও দই বুঝেশুনে খেতে হবে।

মরশুমি শাক দিয়ে ভেজে নিন পকোড়া

শীত মানেই বাজার জুড়ে পালং শাকের ছড়াছড়ি। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, রোজ পালং শাক খেলে শরীরে পুষ্টির ঘাটতি হবে না। পালং শাকের মধ্যে ভিটামিন এ, সি, কে এবং ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়ামের মতো বিভিন্ন মিনারেল রয়েছে। তাছাড়া এই শাক ফাইবার সমৃদ্ধ। সুতরাং, আপনি ডায়াবেটিসের রোগী হোন কিংবা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগে থাকুন, যে কেউ পালং শাক খেতে পারেন।

আর শীতের রোগ থেকে মুক্তি দিতেও সক্ষম এই শাক। আবার অনেকেই স্বাদের কারণে পালং শাক খেতে চান না। যদিও এই মরশুমে পালং শাকের চচ্চড়ি থেকে শুরু করে পালং চিকেন, পালং পনির পাত দখল করে থাকে। তবে, পালং শাকের তৈরি খাবার আদতে সুস্বাদু হয়। কিন্তু সব সময় চিকেন, পনির কিংবা পরোটা রাঁধা সম্ভব হয় না। অনেক সময় মুখরোচক খাবার খেতেও ইচ্ছা হয়। সেক্ষেত্রে আপনি বানিয়ে নিতে পারেন পালং শাকের পকোড়া।

ভাজাভুজি খাবার স্বাস্থ্যের জন্য ভাল নয়। বেশি পরিমাণে খেলে এতে ওজন বেড়ে যায়। কোলেস্টেরলের মাত্রাও বেড়ে যেতে পারেন। কিন্তু সীমিত পরিমাণে পালং শাকের পকোড়া খেলে ক্ষতির বদলে আপনার লাভই বেশি। হেঁশেলে থাকা পালং শাক এবং সামান্য কয়েকটি উপকরণ থাকলেই আপনি রেঁধে নিতে পারবেন পালং শাকের পকোড়া। শীতের মরশুমে চা দিয়ে পালং শাকের পকোড়া জমিয়ে দিতে পারে সন্ধ্যের আড্ডা। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক, কীভাবে তৈরি করবেন পালং শাকের পকোড়া। পালং শাকের পকোড়া তৈরি করার জন্য প্রয়োজন উপকরণ:

২ বাটি তাজা পালং শাক, ১/২ কাপ পেঁয়াজ কুচি, ৪টে কাঁচা লঙ্কা কুচি, ১/৩ চামচ হলুদ, ১/২ চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, ১/৩ চামচ হিং, ২ চা চামচ চালের গুঁড়ো, ১ বাটি বেসন, এক চিমটে খাবার সোডা, নুন স্বাদ অনুযায়ী, পরিমাণ মতো জল এবং ভাজার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সর্ষের তেল।

পালং শাকের পকোড়া তৈরি করার সহজ পদ্ধতি:

তাজা পালং শাক নেবেন। শাক পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন এবং কুচি কুচি করে কেটে নিন। এবার পালং শাকের সঙ্গে একে পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো, হিং, চালের আটা, বেসন, খাবার সোডা মিশিয়ে দিন। পরিমাণ মতো নুন দেবেন। এবার মিশ্রণটি ঘন করার জন্য পরিমাণ মতো জল দেবেন। জল দেওয়ার সময় খেয়াল রাখবেন, যাতে পকোড়ার মিশ্রণ পাতলা না হয়ে যায়। আবার খুব ঘনও না হয়।

এবার কড়াইতে পরিমাণ মতো সর্ষের তেল গরম করুন। যেহেতু পকোড়া ডুবো তেলে ভাজতে হবে। সুতরাং, সেই অনুযায়ী তেল নেবেন। তেল গরম করে তাতে অল্প অল্প করে পালং শাকের মিশ্রণ দিয়ে পকোড়া বানিয়ে নিন। কড়া করে ভেজে নিন। তেল ছেঁকে পকোড়াগুলো টিস্যু পেপারের উপর রাখুন। এতে পকোড়ার অতিরিক্ত তেল কাগজ শুষে নেবেন। টমেটো সস কিংবা পুদিনার চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করুন পালং শাকের পকোড়া। বিকালে চায়ের সঙ্গেও পরিবেশন করতে পারেন পালং শাকের পকোড়া।

বিউলির ডালের তড়কা

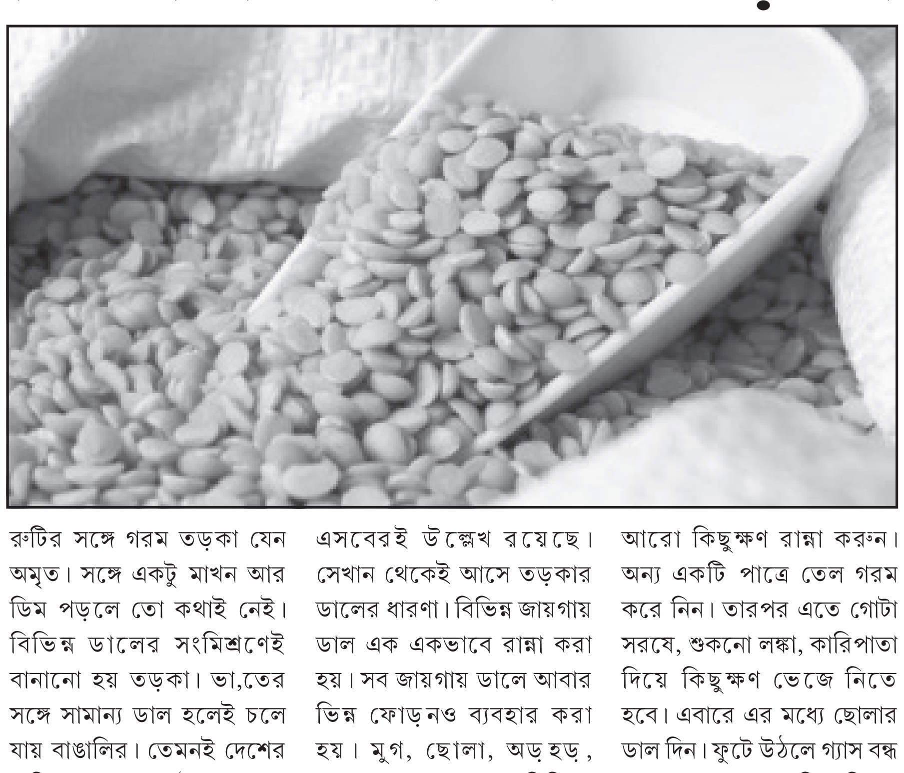

রুটির সঙ্গে গরম তড়কা যেন অমৃত। সঙ্গে একটু মাখন আর ডিম পড়লে তো কথাই নেই। বিভিন্ন ডালের সংমিশ্রণেই বানানো হয় তড়কা। ভা,তের সঙ্গে সামান্য ডাল হলেই চলে যায় বাঙালির। তেমনই দেশের অধিকাংশ রাজ্যেই ভাত বা রুটির সঙ্গে ডাল খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। দভিণে যেমন সাম্বার ছাড়া চলে না তেমনই উত্তরে রাজমা।

আবার পাঞ্জাবিরা ডাল, রুটি খেয়েই বেঁচে থাকে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুগ সূপে ইক্ষুরস, মসুরি মিশ্রিত মাস এসবেরই উল্লেখ রয়েছে। সেখান থেকেই আসে তড়কার ডালের ধারণা। বিভিন্ন জায়গায় ডাল এক একভাবে রান্না করা হয়। সব জায়গায় ডালে আবার ভিন্ন ফোড়নও ব্যবহার করা হয়। মুগ, ছোলা, অড়হড়, রাজমা এসব একসঙ্গে মিশিয়ে তড়কার ডাল বানানো হয়। তবে ছোলার ডাল দিয়ে বানিয়েছেন কি? ছোলার ডাল ভালো করে বেছে ধুয়ে নিন। এরপরে ডালে জল, নুন, হলুদ গুঁড়ো, আদা কুচি দিয়ে সেদ্ধ করুন। ডাল নরম হয়ে আসলে চিনি আর নারকেল ভাজা দিয়ে আরো কিছুক্ষণ রান্না করুন। অন্য একটি পাত্রে তেল গরম করে নিন। তারপর এতে গোটা সরষে, শুকনো লঙ্কা, কারিপাতা দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিতে হবে। এবারে এর মধ্যে ছোলার ডাল দিন। ফুটে উঠলে গ্যাস বন্ধ করে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিলেই কাজ হয়ে যাবে। রুটি কিংবা পরোটার সঙ্গে খেতে খুব ভাল লাগে এই ছোলার ডালের তড়কা। পরিবেশনের আগে বাদাম ভেজে ছড়িয়ে দিলেও দারুণ লাগে খেতে। নিরামিষ দিনে বানিয়ে নিন এই স্পেশ্যাল তড়কা।

সুস্থ থাকতে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে কলা খাওয়া ভাল

একটি ভালো দিনের শুরুর জন্য সকালের খাবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশেষ সময়ে পেট ভরে খেতে হয় পুষ্টিকর খাবার। কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই দেখা যায়, সকালে খুবই কম খাওয়া হয়। তবে সে ক্ষেত্রে কলা খেতে পারেন। কারণ কলা নিঃসন্দেহে খুবই স্বাস্থ্যকর একটি খাবার। কলা হৃদরোগ দূরে রাখে, ক্লান্তি দূর করে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে, ডিপ্রেশন, কোষ্ঠকাঠিন্য, বুক জ্বালাপোড়া কমায় ও শরীর ঠাণ্ডা করে।

এতে আয়রন বেশি থাকার কারণে তা অ্যানিমিয়ার রোগীদের জন্য উপকারী। পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও ফাইবার থাকে এতে, ফলে অনেকটা সময় ক্ষুধা কম থাকে। প্রতিদিনই খাওয়া উচিত কলা। কিন্তু তা খালি পেটে খাওয়া আসলে ঠিক নয়। কারণগুলো হলো- ১। কলায় প্রচুর চিনি থাকে, যা কয়েক ঘণ্টা পর আপনার ক্লান্তির কারণ হতে পারে ২। কলা খাওয়ার পর আপনার ঘুম ঘুম পেতে পারে ৩। কলা খাওয়ার পর এসিডিটির সমস্যা হতে পারে, বিশেষ করে খালি পেটে খেলে আয়ুর্বেদ অনুযায়ী, সকালে খালি পেটে কলা ও অন্যান্য ফল খাওয়া উচিত নয়। আর বর্তমানে আমরা যেসব ফল খাই তার বেশিরভাগেই রাসায়নিক উপস্থিত। তাই এগুলো সকাল সকাল খাওয়া যাবে না

রবিবার ত্রিপুরা চর্মশিল্পী সমিতির উদ্যোগে গণ কনভেশনের আয়োজন করা হয়।

মারণ রোগের আক্রান্তরা জীবন যুদ্ধে জয়ী

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি (হি. স.) : মারণ রোগ ক্যান্সার ও থ্যালাসেমিয়া থেকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফেরা সম্ভব। মুক্তির পর অভিজ্ঞতা বর্ণনায় শতাধিক ভুক্তভোগী। মর্মস্পর্শী ও হৃদয় বিদারক ঘটনা ও জীবন যুদ্ধে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াইয়ের কাহিনী শোনাতে মুখোমুখি হলের তাঁরা। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের পোশাকি নাম - সারভাইভ্যাল মিট।

সমবেত হয়েছিলেন জীবন যুদ্ধের জয়ীরা। চিকিৎসকদের অভিমত, ক্যান্সার মানে জীবন শেষ হয়ে যাওয়া নয় যেমন আবার থ্যালাসেমিয়া মানেই মৃত্যুর প্রহর গোনা নয়। মানুষ এই রোগের মোকাবিলায় সদা প্রস্তুত। এই দুই কঠিন রোগের সমস্যাকে জয় করে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায়।

তবে, এঁদের কেউ রক্তের জটিল ক্যান্সারে, কেউ থ্যালাসেমিয়ার মতো জেনেটিক ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত। রোগের কথা শোনার পরে অনেকেই বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের চিকিৎসাতেই তাঁরা আশার আলো দেখতে পেয়ে ধৈর্য্য সহকারে চিকিৎসায় শেষ পর্যন্ত ফিরেছেন সুস্থ জীবনে।

এখন তাঁরা সমাজের মূল স্রোতে ফিরে সুস্থভাবে জীবনযাপনে বরং অধিকতর ব্যস্ত। এঁরা জীবনের রোগমুক্তির কথা শোনালেন - এখনও যাঁরা সম্পূর্ণ আরোগ্যের অধীর অপেক্ষায় তাঁদের সামনেই। মহাজাতি সদনে উজ্জীবন পেশেন্ট সার্ভাইভার মিট - ২০২৫ অনুষ্ঠানে।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পিকনিক গার্ডেন্স লীলা সেবা সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে তারা জানান, ক্যান্সার বা থ্যালাসেমিয়া থেকে আরোগ্য লাভ সম্ভব তাই নয়, এইসব মারণ রোগের প্রকোপ থেকে বেরিযয়ে পুরোপুরি স্বাভাবিক জীবনেও ফেরা যায়। কয়েক বছর ধরে উপযুক্ত চিকিৎসায় ক্যান্সার ও থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সারিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দিতে তৎপর বিশিষ্ট রক্তরোগ বিশেষজ্ঞ ড.সৌম্য ভট্টাচার্য্য।

শতাধিক থ্যালাসেমিয়া এবং ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীরা যে জীবনযুদ্ধে জয়ী তাদের নিয়েই বার্ষিক মিলনোৎসবে। সশরীরে উপস্থিতিতে তারা রোগমুক্তির কাহিনী তুলে ধরার পাশাপাশি যোগদান করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। এই প্রসঙ্গে

ড. সৌম্য ভট্টাচার্য্য বলেন, সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার মাধ্যমে জটিলতর ক্যান্সার ও থ্যালাসেমিয়া সারিয়ে তোলা যায়, এঁরাই সকলেই তার জীবন্ত উদাহরণ।

দুঃস্থদের শীতবস্ত্র বিতরণ 'দেশের মাটি মাতৃ মিলন মন্দির'-এর

রানাঘাট, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): 'দেশের মাটি মাতৃ মিলন মন্দির'-এর উদ্যোগে শীতের কষ্ট লাঘব করতে রবিবার সংগঠনের পক্ষ থেকে বীরনগরের জয়পুর গ্রামে দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।গ্রামের অসহায় মানুষদের হাতে কম্বল, শাড়ি, ধুতি ও শাল তুলে দেন সংগঠনের সদস্যারা। প্রচণ্ড শীতে পোশাক পেয়ে খুশিতে উচ্ছ্বসিত গ্রামের বাসিন্দারা। এই উদ্যোগে আর্থিক সহায়তা করেন নিবেদিতা কর, নন্দিনী ভট্টাচার্য, পারমিতা গুপ্ত এবং রামানুজ গোস্বামী।শীতবস্ত্র বিতরণের এই মহতী কর্মসূচিতে মুখ্য ভূমিকা নেন সংগঠনের সদস্যা ঊর্মিলা খামারিয়া। এই উদ্যোগে সংগঠনের আরও কয়েকজন সদস্যা, যেমন নীলা মোদক, অপর্ণা খামারিয়া, বিশো মোদক, ফেলু মোদক এবং সমাজসেবী রমা রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই উদ্যোগে সার্বিক সহযোগিতা করেন 'দেশের মাটি' গোষ্ঠীর সদস্য মিলন খামারিয়া, ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, মোহন্ত শর্মা এবং মিন্টু শর্মা।

অনুপ্রবেশ নিয়ে মুখ খুললেন কুণাল ঘোষ, দুষলেন কেন্দ্রকে

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ নিয়ে মুখ খুললেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুণাল ঘোষ। রবিবার কুণাল ঘোষ বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে যদি একজনও অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে, তা বিএসএফ-এর ব্যর্থতা। কুণাল ঘোষ বলেছেন, বাংলাদেশের সীমান্তরেখা বিএসএফ-এর আওতাধীন, সীমান্ত পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অথবা অন্য কোনও রাজ্য পুলিশের এক্তিয়ারের অধীনে নয়।

কুণাল ঘোষ আরও বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে যদি একজনও অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে থাকে, তাহলে তা বিএসএফ-এর ব্যর্থতা এবং দায় কেন্দ্রীয় সরকারের।

মালদায় গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু, পুলিশি তদন্ত শুরু

মালদা, ১৯ জানুয়ারি(হি.স.): বিয়ের পর বাড়তি পণের দাবি, অবশেষে গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু! ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো মালদা পুখুরিয়া থানার খোলসন্না গ্রামে। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে। স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ির লোকেরা শ্বাসরোধ করে খুন করেছে এমনই অভিযোগ মৃত গৃহবধূর পরিবারবর্গের। মৃত গৃহবধূর নাম ফেন্সি খাতুন। বয়স ২২ বছর।তাঁর বাবার বাড়ি ইংলিশ বাজার থানার নরহাট্টা গ্রামে। গত প্রায় দেড় বছর আগে ফেন্সি খাতুনের বিয়ে হয় খোলসন্না গ্রামের বাসিন্দা শেখ সানোয়ারের সাথে। বিয়ের প্রথম দিকে সবই ঠিক ছিল। পরে দুই পরিবার মিলে ইসলাম রীতিমতো বিবাহ দেওয়া হয়।প্রেম সম্পর্কে বিবাহ করলেও পরবর্তী সময়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে গন্ডগোল হতো। স্বামী বারংবার তার স্ত্রীকে বাবার বাড়ি থেকে টাকা চাওয়ার কথা বলতো এই এই নিয়ে গন্ডগোলও হত বলেই অভিযোগ মৃত গৃহবধূর পরিবারবর্গের। গতকাল সন্ধ্যায় গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার হয় তার শ্বশুরবাড়িতে। এলাকাবাসী বাবার বাড়িতে ফোন করে জানাই যে ফেন্সি খাতুন আত্মহত্যা করেছে। এদিকে পুখুরিয়া থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায় রবিবার। মৃত গৃহবধূর দাদা অভিযোগ করে বলেন,যে তার বোনকে খুন করা হয়েছে গৃহবধূর স্বামী সহ মোট ৬ জনের নামে অভিযোগ করা হবে। মৃত গৃহবধূর দেহ ময়নাতদন্তের পাঠিয়ে আত্মহত্যা নাকি খুন তার তদন্ত নেমেছে পুখুরিয়া থানার পুলিশ।

প্রধানমন্ত্রী মোদী সর্বদা দরিদ্রদের কথা ভাবেন : প্রহ্লাদ যোশী

বেঙ্গালুরু, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী মোদী সর্বদা দরিদ্রদের কথা ভাবেন। রবিবার এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা প্রহ্লাদ যোশী। রবিবার প্রহ্লাদ যোশী বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা চালের দর কমিয়েছি। যখনই আমরা দরিদ্র মানুষদের স্বস্তি দেওয়ার সুযোগ পাই, আমরা তাদের জন্য চিন্তা করি। যদি কর্ণাটক সরকার এই প্রকল্পটি ব্যবহার করতে চায়, তাঁরাও আবেদন করতে পারে...প্রধানমন্ত্রী মোদী সবসময় গরিব মানুষের জন্য চিন্তা করেন।'

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নাবালিকাকে প্রতারণা ও যৌন হেনস্থা, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা

ঠাকুরনগর, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নাবালিকাকে প্রতারণা ও যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযোগ, শনিবার রাতে ঠাকুরনগরের এক নাবালিকাকে সল্টলেকের একটি ক্লাবঘরে নিয়ে গিয়ে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে অভিযুক্ত।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তর বাড়ি কলকাতার বাগমারি এলাকায়। নাবালিকা জানিয়েছে, প্রায় দেড় মাস ধরে তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল এবং সল্টলেকের বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষত শিয়ালদহ স্টেশনের কাছাকাছি তারা একাধিকবার সাক্ষাৎ করেছে। গতকাল সন্ধ্যায় অভিযুক্ত বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নাবালিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়।সেসময় অভিযুক্তকে তার স্ত্রীর ফোন করে, যা নাবালিকা শুনে ফেলে। বিষয়টি নিয়ে অভিযুক্তকে প্রশ্ন করলে সে সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়। প্রতারণা বুঝতে পেরে নাবালিকা মানিকতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করে।রবিবার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা দায়ের হয়েছে, তদন্ত চলছে।

বাঁকুড়ায় 'আক্রান্ত সংবিধান, বিপন্ন প্রজাতন্ত্র' শীর্ষক আলোচনাসভা

বাঁকুড়া, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : বাঁকুড়ার বঙ্গ বিদ্যালয়ে রবিবার সকালে 'আক্রান্ত সংবিধান, বিপন্ন প্রজাতন্ত্র' শীর্ষক এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সভায় বামপন্থী দলগুলির ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শহর ও গ্রাম থেকে বহু মানুষ এই সভায় অংশ নেন। সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের রাজ্য সম্পাদক অভিজিৎ মজুমদার বলেন, দেশের সংবিধান বাতিল করে মনুস্মৃতির আদলে জাতপাতের বিভাজন ও মহিলাদের গৃহবন্দি করে রাখার মতো মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে চাইছে সরকার। তিনি আরও বলেন, বনাধিকার আইন সংশোধনী থেকে শুরু করে জিএসটি, কৃষি বিপণন নীতিএকের পর এক জনবিরোধী সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছে।

আর জি কর কাণ্ড নিয়ে তিনি বলেন, এটি শুধু ধর্ষণ বা হত্যার প্রশ্ন নয়, মানুষের স্বাস্থ্য অধিকারও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে লড়াই আরও তীব্রতর করতে হবে।

এদিনের সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআই নেতা ভাস্কর সিনহা, অধ্যাপক প্রতীপ মুখার্জি, সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের সদস্য জয়তু দেশমুখ এবং বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক বাবলু ব্যানার্জি।

টাকি রোডে বাইক ও পোল্ট্রি গাড়ির সংঘর্ষ; মৃত ১, গুরুতর জখম দু''জন

বসিরহাট, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার মাটিয়া থানার টাকি রোডে রবিবার ভোরে ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। বেকি বাজার এলাকায় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পোল্ট্রি গাড়িতে একটি মোটরসাইকেল সজোরে ধাক্কা মারলে এক যুবকের মৃত্যু হয় এবং গুরুতর আহত হন আরও দুইজন।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তিন যুবক একটি মোটরসাইকেলে ছিলেন। ভোররাতে তাদের বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পোল্ট্রি গাড়িতে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই বছর ২৭-এর এক যুবকের মৃত্যু হয়। তার নাম ও পরিচয় এখনও জানা যায়নি। বাকি দুই আরোহীকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। প্রথমে তাদের বসিরহাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাদের কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আহত দুজনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুবকের বাড়ি বসিরহাট থানার উত্তর বাগুন্ডি গ্রামে। আহত দুইজন একই পরিবারের সদস্য বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে প্রাথমিকভাবে অতিরিক্ত গতি এবং নিয়ন্ত্রণ হারানোকে দায়ী করা হচ্ছে।মাটিয়া থানার পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। গাড়িটি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল কিনা এবং দুর্ঘটনার সময় কি পরিস্থিতি ছিল তা নিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

লা লিগা: ৮ ম্যাচের মধ্যে ৭টিতেই পয়েন্ট হারাল বার্সেলোনা

বার্সেলোনা, ১৯ জানুয়ারি(হি.স.) : লা লিগায় আবার হোঁচট খেল বার্সেলোনা। লিগে সবশেষ ৮ ম্যাচের মধ্যে ৭টিতেই পয়েন্ট হারাল তাঁরা।

প্রতিপক্ষের মাঠে শনিবার রাতে লিগ টেবিলের নিচের দিকের দল গেতাফের বিপক্ষে প্রথমে এগিয়ে গিয়েও ১-১ গোলে ড্র করেছে বার্সেলোনা।

ম্যাচের ৯ মিনিটে পেদ্রির পাসে বক্সে কুন্দের প্রথম প্রচেষ্টা গোলরক্ষক এগিয়ে আক্রমণ রুখে দিলেও বল নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি তিনি , বল বের করে নিয়ে এসে বল জালে পাঠান ফরাসি ডিফেন্ডার জুল কুন্দেন ৩৪ মিনিটে সমতায় ফেরে গেতাফে। বক্সের ভেতর থেকে কোবা দা কস্তার ভলি গোলরক্ষক ইনিয়াকি পেনিয়া ফেরালেও, কাছেই থাকা আরামবারির পায়ে লেগে বল জালে যায়।

পুরো ম্যাচে প্রায় ৭৮ শতাংশ সময় বল নিজেদের আয়ত্তে রেখে গোলের জন্য ২১টি শট নিয়ে ৫টি লক্ষ্যে রাখে বার্সেলোনা। গেতাফের ৯ শটের ৪টি লক্ষ্যে ছিল।

২০ ম্যাচে ১২ জয় ও ৩ ড্রয়ে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে ৩-এ আছে বার্সেলোনা। বার্সেলোনার থেকে এক ম্যাচ কম খেলে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে রিয়াল মাদ্রিদ। বার্সেলোনার সমান ম্যাচে আতলেতিকোর পয়েন্ট ৪৪।

বেপরোয়া ট্রাকের বলি এক, এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা

নরেন্দ্রপুর, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : রাতে বেপরোয়া ট্রাকের বলি এক। ঘটনাটি ঘটেছে নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার বোড়ালের সরল দীঘিতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ পৌঁছালে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা। রাতে নজরদারির অভাবেই এই দুর্ঘটনা বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। ঘাতক গাড়িটিতে ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত স্থানীয়রা। বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। রাত হলেই বেপরোয়া গাড়ির দাপট বাড়ে বলে অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের। ঘাতক ট্রাকটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ঘটনায় চালক ও খালাসি আটক।

জানা গেছে, স্থানীয় একটি কেক কারখানার শ্রমিক জয়দেব পাল (৫৪)। এই এলাকারই ভট্টাচার্য্য পাড়ায় তাঁর বাড়ি। রাতের কাজ সেরে সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। সেই সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি বেপরোয়া ট্রাক তাঁকে পিসে দেয়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তাঁর। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ সারা রাত ধরে বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চলাচল হয় রাস্তায়। এছাড়া রাস্তায় কোনও আলোর ব্যবস্থা নেই। সিসিটিভি থাকলেও তা কাজ করছে না। দীর্ঘদিন ধরে খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে সেগুলি। এরই সুযোগ নিয়ে এলাকায় অসামাজিক কার্যকলাপ বাড়ছে বলেও অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। খবর পেয়ে রাতে ঘটনাস্থলে আসেন স্থানীয় কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ দাস। এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। রাস্তায় বাম্পার ও আলো নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

বাসন্তীর জলাশয় থেকে উদ্ধার নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ

বাসন্তী, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : ৪ দিন নিখোঁজ থাকার পর এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হল স্থানীয় একটি পুকুর থেকে। মৃতের নাম মোমিন মোল্লা(৫৫)। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিংয়ের নলিয়াখালি এলাকায়। রবিবার সকালে উদ্ধার হয় মোমিনের মৃতদেহ। স্থানীয় ভরত মাইতির বাড়িতে যাওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি। তারপর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন।

পরিবারের দাবি, খুন করা হতে পারে তাঁকে। কারণ দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিবাদ ছিল ভরত মাইতির সঙ্গে। সেই কারণে ঝামেলা হয়েছিল আগে। এই মৃত্যুর পিছনে তাঁদের হাত থাকতে পারে বলে দাবি মৃতের মেয়ের। ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নিখোঁজ শিশুকে উদ্ধার করল পুলিশ

ক্যানিং , ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): স্কুল থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া এক শিশুকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দিল ক্যানিং থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে। শনিবার দুপুরে স্কুল ছুটি হলে আর বাড়ি ফেরেনি ক্যানিং থানার তালদি এলাকার বাসিন্দা বছর ৯-এর হাবিবুল্লা মোল্লা। সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। কিন্তু রাত পর্যন্ত ওই শিশুর কোনও খোঁজ না পেয়ে তাঁরা শনিবার রাতে ক্যানিং থানায় অভিযোগ জানান। অভিযোগে পেয়েই ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে ও গভীর রাতে শিশুটিকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দেয়। পুলিশের এই তৎপরতায় খুশি ওই শিশুটির পরিবার।

বুন্দেসলিগা: টানা চতুর্থ জয়ে শীর্ষস্থানেই থাকল বায়ার্ন

মিউনিখ, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় শনিবার রাতে ভলফসবুর্ক-এর বিরুদ্ধে ৩-২ গোলে জিতেছে বায়ার্ন। স্বাগতিকদের হয়ে জোড়া গোল করেন লেয়ন গোরেটস্কা, আরেকটি ওলিসে। আর ভলফসবুর্কের দুটি গোল করেন মোহামেদ আমোরা। এই জয়ে বুন্দেসলিগায় শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল বায়ার্ন।

এই নিয়ে লিগে টানা ৪ ম্যাচ জিতল বায়ার্ন। ১৮ ম্যাচে ১৪ জয় ও ৩ ড্রয়ে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে শিরোপা পুনরুদ্ধারের অভিযানে আরেক ধাপ এগিয়ে গেল বায়ার্ন। এক ম্যাচ কম খেলে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে শিরোপাধারী বায়ার লেভারকুজেন। আর ১৮ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম স্থানে ভলফসবুর্ক।

রবিবার বিশেষ হেরফের নেই বঙ্গের তাপমাত্রায়

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, রবিবার দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে। তবে ২৪ ঘণ্টা পর থেকে তাপমাত্রা ফের উর্ধ্বমুখী হতে পারে। আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রার বিশেষ কোনও পরিবর্তন নেই। ফলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪-১৫ ডিগ্রির আশেপাশেই ঘোরাফেরা করতে পারে। এদিকে আগামী কয়েকদিনে উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না। উত্তরবঙ্গে কুয়াশার দাপট কিছুটা কমবে। ফলে সামান্য বাড়বে দৃশ্যমানতা।

হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, রবিবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে। ভোরে কিছুটা কুয়াশার দাপট থাকলেও, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পরিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা। শনিবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৭ শতাংশ ও ৫৪ শতাংশ।

ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন রাজধানীর একাধিক এলাকা, উদ্বিগ্ন দিল্লির বাসিন্দারা

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): বিগত মাস থেকেই দেশের জাতীয় রাজধানীর বাতাসের গুণগতমান ক্রমশ খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন দিল্লি। রবিবারও তার বিশেষ ব্যতিক্রম নেই। এদিন সকালেও কুয়াশা ও ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল দিল্লির একাধিক এলাকা। এদিন দিল্লির বাতাসকে 'খুব খারাপ' পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

এদিন সকালে রাজধানীর কর্তব্যপথ, দিল্লি-নয়ডা ডিরেক্ট ফ্লাইওয়ে, অক্ষরধাম মন্দির-সহ একাধিক এলাকা ছিল ঘন কুয়াশায় ঢাকা। দৃশ্যমানতা ছিল খুবই কম। যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দেশের জাতীয় রাজধানীর বাসিন্দারা।

দৃশ্যমানতা তলানিতে, কুয়াশার জেরে দিল্লিতে বিঘ্নিত ট্রেন পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): ঠান্ডার সঙ্গে ঘন কুয়াশা। জোড়া ফলায় বিপর্যস্ত জাতীয় রাজধানীর জনজীবন। রবিবার সকালে ঘন কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল দিল্লি। ফলে দিল্লির অনেক জায়গায় দৃশ্যমানতা তলানিতে ঠেকে। ঘন কুয়াশার জেরে এদিন বিঘ্নিত হয় ট্রেন পরিষেবা। দিল্লিতে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় ব্যাহত হয়েছে ট্রেন পরিষেবা। এদিন অনেক ট্রেন দেরিতে চলছে বলে জানা গেছে। রেল সূত্রে খবর, প্রায় ৪১টি ট্রেন দেরিতে চলছে।

সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবি, মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে জুনিয়র ডাক্তারদের ধর্না

মেদিনীপুর, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবিতে শনিবার রাত থেকে ধর্না অবস্থান শুরু করেছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। রবিবার দুপুর পর্যন্ত প্রায় কুড়ি জন জুনিয়র চিকিৎসক পাকা মেঝেতে মোটা আসন বিছিয়ে অবস্থান করেন। নিজেদের দাবিসমূহ পোষ্টার ও প্ল্যাকার্ডে লিখে মাঝে মাঝে স্লোগানও দিতে দেখা গেছে তাঁদের।আন্দোলনরত চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, "ঔষধের ত্রুটির জন্য রোগীর মৃত্যু হলেও দোষ চাপানো হয়েছে জুনিয়র চিকিৎসকদের উপর, যা অন্যায়। আমাদের সাসপেনশন প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। তবে কর্মবিরতি নয়, আমরা জরুরি প্রয়োজনে সিনিয়র চিকিৎসকদের সহযোগিতা করছি।"রবিবার ছুটির দিন থাকায় আউটডোর বন্ধ থাকলেও হাসপাতালের ইমার্জেন্সি পরিষেবা স্বাভাবিক ছিল। রোগীরা স্বাভাবিক পরিষেবা পেয়েছেন সকাল থেকেই।স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশে সাসপেন্ড হওয়া চিকিৎসকদের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৩ জন, যার মধ্যে রয়েছেন ৭ জন জুনিয়র ও ৬ জন সিনিয়র চিকিৎসক। সিআইডি তদন্ত রিপোর্ট জমা পড়ার পর তাদের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত মৃত্যুর অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। এই ঘটনায় প্রবল চাপে রয়েছেন মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকরা।শনিবার রাতেই আন্দোলনরত চিকিৎসকরা প্রিন্সিপালের মাধ্যমে ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিল ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দফতরে চিঠি পাঠিয়ে সাসপেনশন প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়েছেন। তবে কোনও সুরাহা না মেলায় রাত থেকে তাঁরা মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের সামনে অবস্থানে বসেছেন। এই আন্দোলন ঘিরে উত্তেজনা ছড়ালেও হাসপাতালের পরিষেবায় এখনও কোনও প্রভাব পড়েনি। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসন কড়া নজর রাখছে।

রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে শুনের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা ও মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

আকাশবাণী আগরতলার উদ্যোগে সাইবার সুরক্ষা নিয়ে সেমিনার আজ

আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি: আকাশবাণী আগরতলা শহরের বিভিন্ন কলেজে এক ধারাবাহিক সেমিনারের আয়োজন করেছে, যার মূল লক্ষ্য ছাত্রসমাজ এবং তরুণ প্রজন্মকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও সমসাময়িক বিষয় সম্পর্কে সচেতন করা।

এই সিরিজের তৃতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, নরসিংগড়, আগরতলায়, আগামীকাল সোমবার দুপুর ১টায়।এই সেমিনারে বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাইবার সুরক্ষা নিয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা আলোচনা করবেন। ডিজিটাল যুগে ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রসার বাড়লেও সাইবার সিকিউরিটি সংক্রান্ত সচেতনতা এখনো অনেক ক্ষেত্রেই সীমিত। এই সেমিনারে অংশগ্রহণকারীরা সাইবার অপরাধ, তথ্য চুরি এবং অনলাইন নিরাপত্তা বজায় রাখার বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে জানতে পারবেন। তরুণ প্রজন্মকে সাইবার জগতের বিপদ সম্পর্কে সচেতন করা এবং সাইবার দুনিয়াকে নিরাপদভাবে ব্যবহার ও কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই এই সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ বক্তারা তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান শেয়ার করে ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করবেন এবং তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন।সেমিনারের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি কুইজ প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হবে।আকাশবাণীর এই সেমিনারগুলো তরুণদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি, তাদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। তেমনি আকাশবাণী আগরতলার এই উদ্যোগ তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত ও সচেতন করার এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হয়ে উঠেব।

এমজিএন রেগা কর্মচারী কল্যাণ সমিতির তৃতীয় উনকোটি জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৯ জানুয়ারি: কৈলাসহর শ্রীরামপুর সূর্যমনি মেমোরিয়াল হাই স্কুলে রবিবার এমজিএন রেগা কর্মচারী কল্যাণ সমিতির তৃতীয় উনকোটি জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার দুপুর বেলা কৈলাসহর শ্রীরামপুর সূর্যমনি মেমোরিয়াল হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হয় এমজিএন রেগা কর্মচারী কল্যাণ সমিতির তৃতীয় উনকোটি জেলা সম্মেলন।

প্রদীপ প্রজ্বলন করে উক্ত সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন করেন চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্য সরকারের মাননীয় মন্ত্রী টিংকু রায়। মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চন্ডিপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সম্পা দাস পাল, ভাইস চেয়ারম্যান বিনয় সিংহ, ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস থেকে শুরু করে অন্যান্য অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সম্মেলনে ঊনকোটি জেলার সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের জি আর এস গন অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন শেষে এম জি এন রেগা কর্মচারী কল্যাণ সমিতির জেলা কমিটির একটি কমিটি গঠন করা হয়। কর্মচারী কল্যাণ সমিতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করার মন্ত্রী টিংকু রায়।

সীমান্ত এলাকা

● আটের পাতার পর

খবর পাঠায়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ছুটে যায় যাত্রাপুর থানার সাবইন্সপেক্টর শুভঙ্কর সাহা ও অজয় বরণ সাহা সহ অন্যান্য পুলিশ এবং টিএসআর জওয়ান। দুর্লভপুর গ্রামে গিয়ে বিএসএফের কাছ থেকে বাইকটি নিয়ে আসে যাত্রাপুর থানায়।

তারপর মেলাঘর থানায় খবর পাঠায় যাত্রাপুর থানার পুলিশ। মেলাঘর থানা থেকে চুরি হওয়া বাইকের মালিককে খবর পাঠানো হয়। সেইমতো রবিবার বিকেলে বাইকের মালিকসহ অন্যান্য চার-পাঁচজন লোক এসে কাগজপত্র পুলিশকে দেখানো হয়। পুলিশ নিশ্চিত হয় যে এটাই চুরি হওয়া বাইক। তখনই বাইকের মালিক মৃতজিত দাসের হাতে বাইকটি তুলে দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রগতি বিদ্যাভবনে রামকৃষ্ণ পাঠ্যচক্রের অভয়নগর, কৃষ্ণনগর অঞ্চলের উদ্যোগে ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি: রবিবার প্রগতি বিদ্যাভবনে প্রতিবছরের মতো এবছরও রামকৃষ্ণ পাঠ্যচক্রের অভয়নগর, কৃষ্ণনগর অঞ্চলের পক্ষ থেকে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রামকৃষ্ণ পাঠচক্র অভয়নগর, কৃষ্ণনগর, ভাটি অভনগর আংশিক অঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন আগরতলা প্রগতি বিদ্যাভবনে। প্রতি বছরের মত এবছরও শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা মনি এবং স্বামী বিবেকানন্দের পথকে অনুসরণ করে এ অনুষ্ঠান হয়। রবিবার সকাল থেকে শুরু হয়। সারাদিন চলে অনুষ্ঠান। এদিন ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে মহা প্রসাদও বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

তারকপুর ঐতিহ্যবাহী মন্দিরে ৫৩ তম বাৎসরিক হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি: তারকপুর ঐতিহ্যবাহী মন্দিরে এবছর ৫৩তম বাৎসরিক হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তাহব্যাপী হরিনাম সংকীর্তনে অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মানুষ শামিল হন। কদমতলা এলাকার তারকপুর বহু পুরানো ঐতিবাহী মন্দিরে এবার ৫৩ তম বাৎসরিক হরিনাম সংকীর্তন হয়। এই বছরের মেলা ও নাম সংকীর্তন ৭ দিন ধরে চলে।

আজ ছিল মহাপ্রসাদ বিতরণ। প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তির দিন থেকে উৎসবের সূচনা হয়। হরিনাম সংকীর্তনে ঊনকোটি এবং বরাক থেকে বরাক অঞ্চলের হাজার হাজার ভক্তদের সমাগম ঘটে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে তারকপুর সহ গোটা এলাকার মানুষের মধ্যে উৎসব উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। এদিকে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বিরাট মেলাও বসে। তারকপুর মন্তবিদায়ের পর সাত দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানর সমাপ্তি হবে। উৎসব কমিটির সম্পাদক জানান আজ থেকে ৫৩ বৎসর পূর্বে যখন এই কালাচাঁদ মিলন উৎসব ও হরিনাম কীর্তন এর সূচনা হয় তখন উদয় অস্ত কীর্তন হত। তার পর থেকে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৭ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে পরিনত হয়েছে।

পানিসাগরে মহকুমাভিত্তিক ৪৭তম ককবরক ভাষা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ১৯ জানুয়ারি: গোটা রাজ্যের সাথে তাল মিলিয়ে পালিত হল পানিসাগরে মহকুমাভিত্তিক ৪৭তম ককবরক ভাষা দিবস। আজ প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও ৪৭ তম ককবরক ভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে পানিসাগর টাউন হল থেকে একটি রেলি পানিসাগর শহর পরিক্রমা করে পুনরায় টাউন হল এসে সমাপ্ত হয়।

তৎপর পানিসাগর টাউন হলে প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন অনুরাধা দাস। তাতে উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারপারসন ধনঞ্জয় নাথ ,পানিসাগর মহকুমা শাসকের ডিসিএম সুকুমার রিয়াং। দামছড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক হেমেন্দ্র দেববর্মা, বিশিষ্ট সমাজ সেবীকা জেনে লিয়ান লেই হলাম, সমাজসেবক সুধন্য দেববর্মা, পানিসাগর আরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক সহ জাতি উপজাতি সম্প্রদায়ের অগণিত নরনারী। এই অনুষ্ঠানের সূচনা করে অনুষ্ঠানের মূল বিষয় তুলে ধরেন পানিসাগর মহকুমা শাসক এর ডিসিএম সুকুমার রিয়াং।

প্রধানমন্ত্রীর ‘মন কি বাত’

● প্রথম পাতার পর

এদিকে, আগরতলা নজরুল কলা ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ সহ অনেকেই প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনেছেন। এদিকে, ত্রিপুরা ভবনে রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যও এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। “মন কি বাত” অনুষ্ঠানটি দেশের সাধারণ মানুষের সাথে প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে পরিচিত। ত্রিপুরায়ও এই অনুষ্ঠানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

চাকমাঘাটে মহকুমাভিত্তিক

● আটের পাতার পর

সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকার কাজ করে চলেছেন।

দুর্গাবাড়িতে নবগ্রহ যজ্ঞের

● আটের পাতার পর

গ্রহন করেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন কাঠিয়া বাবা সদানন্দ মহারাজ, জ্যোতিষ প্রণব শেখর চৌধুরী, জ্যোতিষ স্যমল আচার্য, জ্যোতিষ বিপ্লব আচার্য্য, জ্যোতিষ যাবৎ প্রসাদ ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও পর্যটন খাতে

● আটের পাতার পর

পথে একটি বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই সমস্যাগুলো দূর করার জন্য সরকারকে আরও বেশি সচেষ্ট হতে হবে।

কৃষ্ণনগর ও রামনগরে পানীয়

● আটের পাতার পর

থেকে এলাকাবাসীর দৈনন্দিন সমস্যাগুলোর দ্রুত সমাধানের চেষ্টা চলছে। বিভিন্ন এলাকার রাস্তার অবস্থা উন্নত করার পাশাপাশি পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের কাজও শুরু হয়েছে।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স

● আটের পাতার পর

দিনটিকে আনন্দে ভরিয়ে তোলেন।

প্রখ্যাত যোগা বিশেষজ্ঞ যোগীবিশ্ব মা দের সুস্থ থাকার প্রক্রিয়া দেখিয়ে দেন ও বিশেষ থেরাপি র মাধ্যমে মা-দের শারীরিক ব্যাথা বেদনা কমানোর প্রয়াস নেন।

এই বিশেষ দিন উপলক্ষ্যে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স - কর্তৃপক্ষ মায়েদের প্রত্যাহিক কাজের সুবিধার জন্য ১,২০,০০০/- টাকার চেক মা-দের হাতে তুলে দিয়েছেন।

এদিন মায়েদের মুখের যে দীপ্তি ফুটে উঠেছিল তাতে তাদের মনের ও হৃদয়ের সমস্ত আনন্দকে প্রতিফলিত করছিল।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, “মাতৃ ঋণ কখনোই শোধ করা যায় না, কিন্তু স্বীকার করা যায়। ‘শ্রীচরনেষু মা’ সেই ঋণ স্বীকার এর প্রচেষ্টা। একই সাথে, আমরা জুয়েলারি শোরুমের চার দেয়ালের বাইরে এমন কিছু করার চেষ্টা করি যাতে সমাজের কাজে লাগতে পারি। সামাজিক কোনো কাজে যখনই কোনো দরকার পড়েছে তখন আমরা পাশে থাকার চেষ্টা করেছি”।” তিনি আরো বলেন, ” আগরতলায় সান্ধ্যনীড়” এ ‘শ্রীচরনেষু মা’ উদযাপন করতে পেরে খুবই আনন্দ পেয়েছি। কারণ এই উদযাপন মায়েদের মুখে যে হাসি ও দীপ্তি ফুটিয়ে তুলেছে তার চেয়ে এই পৃথিবীতে আর মূল্যবান কিছু নেই।”

যোগা গুরু যোগীবিশ্ব বলেন, ”মায়েরা আমাদের এই পৃথিবীতে নিয়ে আসেন। মায়ের প্রতি যত্ন নেওয়া প্রতিটি ছেলে ও মেয়ের দায়িত্ব। বিশেষ করে এমন বয়সে যখন তিনি নিজেকে সামলাতে পারেন না। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ‘শ্রীচরনেষু মা’ সেদিক থেকে দেখলে এমনই এক পদক্ষেপ যা মায়েদের মুখে এক রৌদ্রোজ্জ্বল হাসি ফোটাতে পারে, যারা এখন জীবন সায়াহ্নে এসে পৌঁছেছেন।”

এদিনের কর্মসূচী একসাথে সবাই মিলে মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্য দিয়ে শেষ হয় যা এক মিষ্টি সুরের রেশ ছেড়ে যায়।

বহ্নিজ্যোতি, আইএলএস ও রেড ক্রসের যৌথ উদ্যোগে ক্যান্সার সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা রাজ্যে ক্যান্সার সচেতনতা বাড়াতে বহ্নিজ্যোতি সামাজিক সংস্থা, ইন্টারন্যাশনাল অনকোলজি ক্যান্সার ইনস্টিটিউট (জ্জজ্রছ) এবং ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির ত্রিপুরা রাজ্য শাখার যৌথ উদ্যোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

গত রবিবার, রেড ক্রস ভবনে ক্যান্সার সচেতনতামূলক আলোচনা এবং স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাথমিক পরীক্ষা এবং চিকিৎসার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা উপস্থিত থেকে জনসাধারণকে ক্যান্সার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেন এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন।

ধর্মনগরের কালীদিঘির রূপান্তর, দেবাদিদেবের আগমনে ভক্তিময় পরিবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৯ জানুয়ারি।। উদয়পুরের মাতাবাড়ির মতোই মাছ ও কচ্ছপের যুগলবন্দীতে আকর্ষন বৃদ্ধি হয়েছে ধর্মনগরের বিখ্যাত কালী দিঘির। শহরের হৃদয়স্থলে অবস্থিত এই দিঘিটি তার স্বাভাবিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের উদ্যোগে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে।

দিঘির চারপাশে বৃক্ষরোপণ করে সবুজায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। দিঘির মাঝখানে দেবাদিদেব মহাদেবের বিশাল মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে যা ভক্তদের মনে ভক্তিময় অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। রাতের বেলায় দিঘির চারপাশে বিভিন্ন ধরনের আলোকসজ্জা করা হয়েছে যা শহরকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

ধর্মনগরের বাসিন্দারা এই নতুন রূপে মুগ্ধ। তারা মনে করেন, এই দিঘিটি শুধুমাত্র একটি জলাশয় নয়, বরং শহরের একটি গর্ব।

জেলা সভাপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উদয়পুরে মনোনয়নপত্র জমা ও স্কুটিনি সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৯ জানুয়ারি।। সোমবার বিজেপি”র জেলা সভাপতিদের নাম ঘোষণা হবে। জেলা সভাপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রবিবার উদয়পুরে এক সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় পাশাপাশি বিজেপি”র জেলা সভাপতি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হয়। সোমবার নির্বাচনের পর নাম ঘোষণা হবে জেলা সভাপতিদের। এদিন উদয়পুরের বৈঠকে ছিলেন অর্থমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়, মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী, অভিষেক দেবরায়, জিতেন্দ্র মজুমদার।

এদিনের কর্মসূচি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিজেপি মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, গোটা রাজ্যে বিজেপির জেলা সভাপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাকে কেন্দ্র করে রবিবার উদয়পুরে জেলা সভাপতি পদের জন্য যারা প্রত্যাশী রয়েছেন তাদের মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হয়েছে এবং স্কুটিনি করা হয়েছে। আগামীকাল জেলা সভাপতি নির্বাচনের পর জেলা সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হবে।।

পণের জন্য গৃহবধূকে শ্বাসরুদ্ধ

● প্রথম পাতার পর

বাজার থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত গৃহবধূর পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী, পণের জন্য স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই কারণেই তারা অষ্টমীকে নির্যাতন করতেন। শেষ পর্যন্ত শ্বাসরুদ্ধ করে তাকে হত্যা করে।

পুলিশ এই ঘটনায় নির্দিষ্ট মামলার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী পিন্টু সূত্রধরসহ শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

রাজন্য আমল থেকে ককবরক

● প্রথম পাতার পর

দেববর্মা, সভাপতি নরেশ জমাতিয়া সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

এইদিনের আলোচনা সভায় জিএমপি-র সম্পাদক রাধা চরণ দেববর্মা ককবরক ভাষাকে বঞ্চনার অভিযোগ তোলেন। আপনি বলেন রাজ অন্য আমল থেকে ককবরক ভাষা বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছে। রাজ আমলে রাজারা উজ্জয়ন্ত প্রসাদ, নীরমহল, পুস্পবন্ত মহল নির্মাণ করেছেন। রাজারা রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুকে চিহ্নতে পেরেছেন। কিন্তু মাতৃভাষাকে সর্বদা অবমাননা করা হয়েছে। ককবরক ভাষা সর্বদা বঞ্চনা শিকার হয়েছে। কেন ককবরক ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি সেই প্রশ্নই এদিন আলোচনা সভায় তুলে ধরেন তিনি।

উদয়পুরে গণতান্ত্রিক নারী

● প্রথম পাতার পর

সভায় বক্তারা জানান, রাজ্যের নারীরা আজ আতঙ্কিত। তাদের নিরাপত্তা নেই। আইনের শৃঙ্খলা বলতে কিছুই নেই। সারা রাজ্যে যুব সমাজ নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছে। নেশা মুক্ত করার কথা বলা হলেও বাস্তবে তা হচ্ছে না। প্রতিদিন জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে। সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। রাজ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে নারীরা আজ পথে নেমেছেন।

বেকারত্ব, আইনশৃঙ্খলা ও নেশা নিরোধের

● প্রথম পাতার পর

দাবি জানিয়েছেন তারা। মিছিলকারীরা অভিযোগ করেছেন যে, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্যে বেকার সমস্যা দিন দিন বাড়ছে। ইন্টারভিউ নিয়েও চাকরি পাওয়া যাচ্ছে না।

তাদের দাবি, রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না। অপরাধীরা দণ্ড এড়িয়ে যাচ্ছে।

নেশা ও মাদকের বিরুদ্ধে মিছিলকারীরা দাবি করেছেন, রাজ্য নেশার সাগরে ডুবে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা।

এই বিষয়ে যুব ফেডারেশনের রাজ্য কমিটির সম্পাদক নবারুন দেব মন্তব্য করেছেন, “ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি আমলে বেকার সমস্যা দিন দিন বাড়ছে। ইন্টারভিউ নিয়েও চাকরি পাওয়া যাচ্ছে না। রাজ্যে আইনের শাসন নেই। অপরাধীরা দণ্ড এড়িয়ে যাচ্ছে। রাজ্য নেশার সাগরে ভাসছে। সেই কারনেই আমরা এই কর্মসূচী করেছি।”

কল্যাণপুরের গভীর

● প্রথম পাতার পর

ডাক্তাররা। হাতিটির ময়না তদন্তের পর সব বিস্তৃত জানা যাবে বলে জানান কল্যাণপুর বন দপ্তরের রেঞ্জার বিন্দুজয় ত্রিপুরা।

প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত

● প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যে বিজেপি দলের তরফে পান্ডব দেববর্মা সহ অভিযুক্তদের নাম ধাম দিয়ে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানায় পুলিশ। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ দুজনকে আটক করেছে।

পূর্বেও সংশ্লিষ্ট বংশীবাড়ি এলাকায় চড়িলাম বিজেপি কোনরকম কর্মসূচি করতে পারেনি। প্রাক্তন সাংসদ সহ বিজেপির তাবড় তাবড় নেতারা ওই এলাকায় বিভিন্ন কর্মসূচি করার পরিকল্পনা নিলে অগ্রিম হামলার খবরে কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছিল।

গাঁজা সহ আটক এক

● প্রথম পাতার পর

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হরিপদ সরকার, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেন জানান সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এই অভিযান সংঘটিত হয়েছে।এই অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে আটক করা ব্যক্তি গোপাল নাথ ভৌমিকের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ধারায় মামলা গ্রহণ সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে ওসি জানিয়েছেন। এলাকা সূত্রে জানা গেছে দীর্ঘ প্রায় এক দশকের বেশি সময় ধরে এই জায়গায় গোপাল নাথ ভৌমিক গাঁজা চাষ করার পাশাপাশি নিজ বাড়িতেই গাঁজা সেবনের আসর বসিয়ে আসছেন। এই অভিযান আগামী দিনে নেশার বিরুদ্ধে ইতিবাচক বার্তা তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে ধারণা।

প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে

● প্রথম পাতার পর

অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ঊর্ধতন আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছেন। কোনও হতাহতের খবর নেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টেলিফোনে মুখ্যমন্ত্রী যোগীর সঙ্গে কথা বলেন। আগুন লাগার ঘটনা নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়। উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী এ কে শর্মা বলেছেন, 'আগুন ২০ মিনিটের মধ্যে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল। এই ঘটনায় কোনও প্রাণহানি হয়নি। আমি মা গঙ্গা, ত্রিবেণী এবং হনুমান জিকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের পুলিশ টিম এবং এনডিআরএফ ঘটনাস্থলে রয়েছে।' মহাকুম্ভে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। এর পরিপ্রেক্ষিতেই উদ্ধার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ। এবারের কুম্ভমেলায় তীর্থযাত্রীদের সহযোগিতা করতে ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে কয়েকমাস আগে থেকেই নানা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তীর্থযাত্রীদের থাকার জন্য উপযুক্ত তাঁবু তৈরির পাশাপাশি কুম্ভ মেলা পরিচালনায় সহযোগিতা করছেন সংঘের শতাধিক সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবক। হঠাৎ করেই রবিবার কুম্ভমেলার ১৯ নম্বর সেক্টরের একটি তাঁবুতে আগুন ধরে যায়। সেখান থেকে অন্য তাঁবুতে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় এই বিপত্তি। তাঁবু সহ অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যেই রয়েছে কাঠ থেকে শুরু করে অতি দাহ্য পদার্থ এবং তা সহজেই অনুমেয়। সবিস্তারে দমকল বাহিনীর তরফেও একথা প্রাথমিকভাবে জানানো হয়েছে। এদিকে, এই খবর পেয়ে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবকরা দ্রুত সেখানে পৌঁছে গিয়ে তীর্থযাত্রীদের উদ্ধারের জন্য কাজে হাত লাগান। দমকলের পক্ষ থেকে দ্রুত আগুন নেভানোর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু বহু মানুষ এখন কুম্ভ মেলায় থাকায় তাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী এবং স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের উদ্ধার করে সঙ্ঘের নিরাপদ আশ্রয়ে তুলে নিয়ে আসে এর ফলে আতঙ্ক মুক্ত হয়েছেন তাদের সকলেই। সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ বলেন, এদিনও আগুন লাগার ঘটনার খবর পেয়েই সঙ্ঘের তরফে ভারপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী স্বামী সত্যমিত্রানন্দ মহারাজ সহ অন্যান্য সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে এবং উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

ভারতীয় বিজ্ঞানীরা

● প্রথম পাতার পর

জড়িত মহিলাদের আত্মনির্ভর গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে এবং তাঁরা বিপণন ও ব্র্যান্ডিং বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।'

এবার আমরা এত বৃহৎ পরিসরে কুম্ভের ডিজিটাল পদচিহ্ন প্রত্যক্ষ করছি। কুম্ভের এই বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য গর্বের বিষয়।' রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'কুম্ভ অনুষ্ঠান আমাদের আরও বলে যে, আমাদের ঐতিহ্য কীভাবে সমগ্র ভারতকে একত্রিত করে। উত্তর থেকে দক্ষিণে বিশ্বাস মেনে চলার উপায় একই। একদিকে, প্রয়াগরাজ, উজ্জয়িনী, নাসিক এবং হরিদ্বারে কুম্ভের আয়োজন করা হয়; অন্যদিকে, দক্ষিণ অংশে, গোদাবরী, কৃষ্ণা, নর্মদা এবং কাবেরী নদীর তীরে পুষ্করম আয়োজন করা হয়।'

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ শুরু হয়েছে। মানবতার এক অবিস্মরণীয় সমুদ্র, অবিশ্বাস্য দৃশ্য এবং সাম্য ও সম্প্রীতির এক অসাধারণ সঙ্গম! এবার, কুম্ভে অনেক ঐশ্বরিক সাদৃশ্যও মিলিত হচ্ছে। এই কুম্ভ উৎসব বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের উৎসব উদযাপন করে।'

মাসিক বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এ রবিবার দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০২৫ সালে এটাই তাঁর প্রথম 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান। এটি ১১৮তম পর্ব। এদিন তিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে স্মরণ করেন।

বলেন, আমাদের দেশের মহান মনীষী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। ২৩ জানুয়ারি অর্থাৎ তাঁর জন্মবার্ষিকীকে এখন আমরা ”পরাক্রম দিবস” রূপে পালন করি। সুভাষ বাবু একজন ভিশনারি ছিলেন। সাহস ওঁর সহজাত স্বভাব ছিল। শুধু তাই নয় উনি একজন অত্যন্ত দক্ষ প্রশাসকও ছিলেন। মাত্র ২৭ বছর বয়সে উনি কলকাতা কর্পোরেশনের কর্মকর্তা হলেন আর তারপরে উনি মেয়রের দায়িত্বও পালন করেন। একজন প্রশাসক হিসেবেও উনি অনেক বড় বড় কাজ করেছেন - বাচ্চাদের জন্য স্কুল, গরিব বাচ্চাদের জন্য দুধের ব্যবস্থা, আর স্বচ্ছতা ভিত্তিক অনেক প্রচেষ্টার কথা আজও স্মরণ করা হয়। নেতাজি সুভাষের রেডিও-র সঙ্গে এক গভীর সম্পর্ক ছিল। উনি আজাদ হিন্দ রেডিও-র স্থাপনা করেন, যার মাধ্যমে ওঁর কথা শোনার জন্য জনগণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতো। তাঁর ভাষণ, বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইকে এক নতুন শক্তি প্রদান করে। আজাদ হিন্দ রেডিওতে ইংরেজি, হিন্দি, তামিল, বাংলা, মারাঠি, পঞ্জাবি, পশতো আর উর্দু ভাষায় নিউজ বুলেটিন এর সম্প্রচার হতো। আমি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে প্রণাম জানাই। সারা দেশের যুববৃন্দের কাছে আমার অনুরোধ, তারা যেন ওঁর সম্বন্ধে আরও বেশি করে পড়ে আর ওঁর জীবন থেকে নিরন্তর প্রেরণা অর্জন করে।

'মন কি বাত'-এ অসমের 'হাতিবন্ধু' উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 'মন কি বাত'-এর মতো রেডিও-ভাষণে অসমের এই উদ্যোগকে স্বীকৃতি দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর ”মন কি বাত”-ভাষণে অসমের ”হাতিবন্ধু” উদ্যোগের প্রশংসা করে এতে হাতি-মানব সংঘাতের মতো চলমান সমস্যা মোকাবিলায় ভূমিকা রাখবে বলে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রসঙ্গত ”হাতিবন্ধু” উদ্যোগ মানুষ এবং হাতির মধ্যে উদ্ভূত দ্বন্দ্ব কমানোর লক্ষ্যে একটি প্রাকৃতিক সমাধানসূত্র বের করেছে রাজ্য সরকার। এই উদ্যোগের বলে নগাঁও জেলার চাপানালা রংহাং কারবি গাঁওয়ের সামাজিক সংগঠন ৩০ হেক্টর বেসরকারি জমি জুড়ে 'ন্যাপিয়ার' (আফ্রিকারসাব-সাহারান অঞ্চলের একটি দ্রুত বর্ধনশীল বহুবর্ষজীবী ঘাস যা বিশ্বের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং উপক্রান্তীয় অঞ্চল জুড়ে ব্যাপকভাবে জন্মায়। এই ঘাস গবাদি পশু তথা নানা প্রজাতির জীবজন্তুকে খাওয়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়) ঘাস রোপণ করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ন্যাপিয়ার' ঘাস রোপণের ফলে প্রায় আট হাজার মানুষের উপকারে আসছে। এতে মানুষ এবং হাতি উভয়কেই সাহায্য করছে।' প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর ভাষণে মানুষ এবং প্রাণীর মধ্যে ”অবিশ্বাস্য বন্ধন” এবং প্রাণীদের আনুগত্যের বিবরণও তুলে ধরেছেন।

নগাঁও সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'নগাঁও জেলা শ্রীমন্ত শংকরদেবের জন্মস্থান। এই অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যক হাতির (বুনো) আবাসস্থল। বেশ কয়েকটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার সাক্ষী এই জেলা, যেখানে হাতির পাল কৃষকদের ফসল নষ্ট করেছে।'

রেডিও-ভাষণ 'মন কি বাত'-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, 'গ্রামের কৃষক এবং সাধারণ বাসিন্দারা বহু সমস্যায় পড়েন। কিন্তু তাঁরা হাতির দুর্দশা বুঝতে পেরে ”হাতিবন্ধু” উদ্যোগ হাতে নিয়েছেন। তাঁরা প্রায় ৮০০ বিঘা অনুর্বর জমিতে একটি উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা করে হাতির জন্য নেপিয়ার ঘাস রোপণ করেছেন।'

আজ তাঁর রেডিও-ভাষণ 'মন কি বাত'-এ এই উদ্যোগের স্বীকৃতি প্রদান করে বিশ্বের কাছে তুলে ধরার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'কিছুক্ষণ আগে আদরনিয়া শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি তাঁর 'মন কি বাত'-এ প্রদত্ত ভাষণে অসমের হাতিবন্ধু উদ্যোগের কথা বলেছেন। উদ্যোগটি হাতি-মানব সংঘর্ষ কমাতে একটি প্রাকৃতিক সমাধান। বিশ্বের কাছে এই উদ্যোগটি তুলে ধরার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীজির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।'

স্বর্ণকমল জুয়েলার্স ও জেআরসি-র বন্ধুত্বপূর্ণ ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স এবং জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের মধ্যে এক বন্ধুত্বপূর্ণ-প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পেশাগত দায়িত্ব পালনে হাজারো ব্যস্ততা সত্ত্বেও রাজধানীর ভোলাগিরি মাঠে এবারও বিনোদনের উদ্দ্যেশ্যে একদিনের জন্য ক্রিকেট ম্যাচ উপভোগ করতে পেরে দু-দলের খেলোয়াড় এবং আয়োজকরা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছেন। আগামী দিনেও এ ধরনের প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের মধ্য দিয়ে দুটি প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনের সম্পর্ক জারি থাকবে বলে খেলোয়াড় এবং অতিথিদের প্রত্যেকেই অভিমত ব্যক্ত করেন। বেলা সাড়ে দশটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স ক্রিকেট টিম প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ১৬ ওভার খেলে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৮২ রান সংগ্রহ করে। জবাবে জেআরসি ৭৭ রাম সংগ্রহ করে ইনিংস গুটিয়ে নেয়।খেলায় দুর্দান্ত ব্যাটিং পারফরম্যান্স ২১ বলে ৪৩ রান সংগ্রহের সুবাদে সেরা ব্যাটসম্যান হিসেবে অজয় সাহা, ৩৪ রানে ৪টি উইকেট তুলে নিয়ে সেরা বোলার হিসেবে জাকির হোসেন, ১৭ রানে চারটি উইকেট এবং পাঁচ বলে অপরাজিত ভূমিকায় কুড়ি রান সংগ্রহের সুবাদে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হিসেবে সৌরজ্যোতি দাসকে সুদৃশ্য ট্রফি দেওয়া হয়। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স ক্রিকেট টিমের হয়ে তপন দেববর্মা (অধিনায়ক), অজয় সরকার, স্যামুয়েল দেববর্মা, জয়ন্ত দেববর্মা, সোমেন দেববর্মা, অভিনাশ দেববর্মা, খাহিন্দ্র দেববর্মা, অজয় সাহা, রাহুল চক্রবর্তী, সাগর দেববর্মা, সৌরজ্যোতি দাস, আকাশ দেববর্মা যেমন দুর্দান্ত খেলেছেন, তেমনি জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের হয়ে সুব্রত দেবনাথ (অধিনায়ক), মিলটন ধর, দিব্যেন্দু দে, জাকির হোসেন, মেঘধন দেব, বিশ্বজিৎ দেবনাথ, মনোজিৎ দাস, তাপস দেব, বাপন দাস, সিশান চক্রবর্তী, সায়ন দাস, রাজেশ রায় দারুণ খেলা উপহার দিয়েছেন। খেলা শেষে মাঠেই এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিবর্গ তথা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স এর ডিরেক্টর দিবাকর নাগ, জেআরসি-র সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ, সম্পাদক অভিষেক দে প্রমূখ বিজয়ীদের হাতে চ্যাম্পিয়ন, রানার্স ও ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার-ট্রফি তুলে দেন। জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের পক্ষে সম্পাদক অভিষেক দে এবং স্বর্ণকমল জুয়েলার্স এর ডিরেক্টর দিবাকর নাগ দু-দলের খেলোয়াড়, আম্পায়ার আশীষ কুমার দে, রাজা চক্রবর্তী, স্কোরার বিশ্বনাথ কর সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

খয়েরপুরে আকর্ষণীয় প্রাইজের নমো ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সূচনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিগত বছরের ন্যায় এবারও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে খয়েরপুর পুরনো রাজবাড়ীর মাঠে শুরু হল খয়েরপুর যুব মোর্চার উদ্যোগে নমো ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এবছর রেকর্ড সংখ্যক দল অংশগ্রহণ করে এই টুর্নামেন্টে। রবিবার আকর্ষণীয় এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওল্ড আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ঝর্না রানী দাস, কর্পোরেটর উত্তম ঘোষ, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অনিমা দাস, মন্ডল সভাপতি রাজেশ ভৌমিক, খয়েরপুর যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি মান্না দে সহ আরো অনেকে। টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন দলকে দেওয়া হবে সুদৃশ্য ট্রফি সহ চার চাকার গাড়ি। রানার্স দলের জন্য রয়েছে ট্রফি সহ বাইক। এছাড়াও রয়েছে আরও একাধিক পুরস্কার। ফলে স্বাভাবিকভাবেই শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্টর প্রতিটি ম্যাচ অনেকটা আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলে প্রত্যাশা উদ্যোক্তাদের।

রবিবার টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে এলাকার বিধায়ক প্রথম চক্রবর্তী বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি এবার রাজ্যে যুবকদের প্রাধান্য দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। যুবকদের তারণ্য, কর্মচঞ্চলতা দেশ ও রাজ্যকে শ্রেষ্ঠ পরিণত করার যে অভিরাম প্রয়াস প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে সারা দেশে চলছে, তা সারা পৃথিবী তাকিয়ে দেখছে। প্রত্যাশা তরুণ ব্রিগেড কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। খেলাটা শুধুমাত্র প্রমোদের উপকরণ নয়, এর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন আনন্দ পাওয়া যাবে, তেমনি শরীর গঠন হবে।। খেলাধুলা নিয়মিত চর্চা করা দরকার। খয়েরপুরে একটি স্টেডিয়াম তৈরির চেষ্টা চলছে। শৃঙ্খলা ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্টকে সম্পন্ন করতে হবে।

কেন খেলেননি ঘরোয়া ক্রিকেট ? 'অবাধ্য' সঞ্জুর বিরুদ্ধে তদন্তের পথে বোর্ড

জাতীয় দলে খেলা ক্রিকেটারেরা ঘরোয়া ক্রিকেট না খেললে শাস্তি পাবেন বলে শোনা গিয়েছিল। প্রথম শাস্তিটা কি সঞ্জু স্যামসন পাচ্ছেন? সম্ভাবনা তেমনই। সঞ্জুর বিরুদ্ধে তদন্তের পথে বোর্ড। ঘরোয়া ক্রিকেট না খেলার যথাযথ কারণ দেখাতে না পারলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে না-ও রাখা হতে পারে তাঁকে। বিজয় হজারে ট্রফি না খেলে সমস্যার মুখে সঞ্জু।

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে (ভারতের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতা) কেরলের অধিনায়ক ছিলেন সঞ্জু। সেই প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পর কেরলের ক্যাম্প ছিল বিজয় হজারে ট্রফির (ভারতের ঘরোয়া এক দিনের প্রতিযোগিতা) জন্য। কিন্তু সেই ক্যাম্পে যোগ দেননি সঞ্জু। যে কারণে কেরল তাঁকে বিজয় হজারে ট্রফির দলে রাখেনি। সেই প্রতিযোগিতা খেলা হয়নি সঞ্জুর। তাঁর বিরুদ্ধে এ বার তদন্তের পথে বোর্ড। খতিয়ে দেখা হবে কেন সঞ্জু বিজয় হজারে ট্রফি খেলেননি।

বিজয় হজারে ট্রফিতে কেরলের ১৫ জনের দলে নাম ছিল না সঞ্জুর নাম, যা চমকে দেয় ভারতীয় ক্রিকেট মহলকে। সঞ্জু দলের প্রস্তুতি শিবিরে যোগ দেননি। সেই বিশৃঙ্খলার কারণেই তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছিলেন কেরল ক্রিকেট সংস্থার সচিব বিনোদ এস কুমার। সঞ্জুকে বাদ দিয়ে বিজয় হজারে ট্রফির দল ঘোষণা করার পর তিনি বলেছিলেন, "সঞ্জু আমাদের জানিয়েছে যে, ও প্রস্তুতি শিবিরে যোগ দিতে পারবে না। ওয়েনাড়ে একটা প্রস্তুতি শিবির হবে। সেখানে যারা যোগ দেবে, তাদের মধ্যে থেকেই দল বেছে নেওয়া হবে। সঞ্জুর সঙ্গে আর কোনও রকম কথা হয়নি।" পরে অবশ্য সঞ্জু জানিয়েছিলেন যে, তিনি খেলার জন্য তৈরি। সেই সময় বিনোদ বলেছিলেন, "সঞ্জু দু'দিন আগে জানিয়েছে যে, সে খেলার জন্য তৈরি। তবে তাঁকে দলে নেওয়া হবে কি না সেই সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি। হায়দরাবাদে এখনও দলের অনেক ম্যাচ বাকি। সবে দুটো ম্যাচ খেলা হয়েছে।" পরে যদিও সঞ্জুকে বিজয় হজারের দলে নেওয়াই হয়নি।

কেরল ক্রিকেট সংস্থার সচিব যদিও পরে জানিয়েছিলেন সঞ্জু প্রস্তুতি শিবিরে যোগ না দেওয়ার কথা বললেও কোনও কারণ জানাননি। তিনি বলেছিলেন, "সঞ্জুর ইমেল পেয়েছিলাম। তবে কোনও কারণ উল্লেখ করেনি ও। চোটের জন্য সচিন বেবিও ছিল না। দু'জন সিনিয়র ক্রিকেটারকে পাইনি আমরা। তাই তরুণদের সুযোগ দেওয়ার কথা ভেবেছিলাম। তত দিনে দলও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সঞ্জুর জন্য এক জন তরুণকে বাদ দেওয়া সে সময়ে সম্ভব ছিল না।" কেরল ক্রিকেট সংস্থা শাস্তি হিসাবে সঞ্জুকে বাদ দিয়েছিল। এ বার আরও বড় শাস্তি পেতে পারেন তিনি। বাদ পড়তে পারেন ভারতীয় দল থেকেই। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য যে ভারতীয় দল বাছবেন নির্বাচকেরা, সেখানে না-ও রাখা হতে পারে সঞ্জুকে।

১৯ জানুয়ারি নির্বাচকদের একটি বৈঠক হতে পারে। সেই বৈঠকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল বেছে নিতে পারেন তাঁরা। সূত্রের খবর, বোর্ডের এক কর্তা বলেছেন, "বোর্ড ঘরোয়া ক্রিকেটকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে চায়। গত বছর ঈশান কিশন এবং শ্রেয়স আয়ারকে বার্ষিক চুক্তি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল ঘরোয়া ক্রিকেট না খেলার অপরাধে। সঞ্জু বোর্ড বা নির্বাচকদের জানায়নি ও কেন বিজয় হজারে খেলেনি। তবে এটা জানা গিয়েছে যে, সঞ্জু দুবাইয়ে ছিল।"

সঞ্জুকে যদিও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতীয় দলে রাখা হয়েছে। তবে বিজয় হজারে ৫০ ওভারের খেলা। সঞ্জু সেটা খেলেননি বলে তাঁকে সেই ধরনের ক্রিকেট থেকেই বাদ দেওয়া হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। তবে সঞ্জু যদি তাঁর বিজয় হজারে না খেলার জন্য কোনও কারণ দেখাতে পারেন, তা হলে ঠিক আছে। নয়তো এক দিনের ক্রিকেট থেকে বাদ পড়তে পারেন তিনি। কেরল ক্রিকেট সংস্থার সঙ্গে সঞ্জুর সম্পর্ক ভাল নয় বলেই জানা যায়। কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হলে এই সম্পর্ক ঠিক করতেই হবে। তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি থাকলে সমস্যা বাড়বে সঞ্জুরই।

রোহিতের আস্থায় মুগ্ধ আকাশ দীপ

'তুমি নিজে ব্যাট দিতে চাইছ, আর সেই ব্যাট কে নিতে চাইবে না?' বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে ভারতের লজ্জাজনক পরাজয়। ১-৩ ব্যবধানে পর্যুদস্ত হয়েছে রোহিতবাহিনী। গাব্বা টেস্টে ভারতের সামনে ছিল ফলো অনের ভ্রুকুটি। সেই পরিস্থিতি থেকে ভারতকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন আকাশ দীপ। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ফলো অন বাঁচানো তাঁর জীবনের অন্যতম সেরা মুহূর্ত। ফলো অন বাঁচানোর পর প্যাট কামিন্সের বলে বিশাল ছক্কাও হাঁকিয়েছিলেন আকাশ দীপ। ব্রিসবেন টেস্টে জসপ্রীত বুমরাহ এবং আকাশ দীপের ৪৭ রানের পার্টনারশিপই ভারতকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু জানেন কি, যে ব্যাটে আকাশ দীপ কামিন্সকে ছক্কা মেরেছিলেন, ফলো অন বাঁচিয়েছিলেন, সেই ব্যাটটা আসলে কার? সেই রহস্য বৃহস্পতিবার ফাঁস করে দিলেন স্বয়ং আকাশ দীপ। সংবাদসংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভারতীয় দলের পেসার বলেন, "ওই ব্যাটটা বিরাট ভাইয়ার ছিল। ব্যাটের উপর এমআরএফের লোগোও লাগানো ছিল। এটা সবাই জানে।" কিন্তু ব্যাটটা কীভাবে পেলেন? আকাশ দীপের জবাব, "বিরাটভাই নিজেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার ব্যাট লাগবে কি না। আমি বললাম, হ্যাঁ ভাইয়া। তোমার ব্যাট গোটা দুনিয়ায় কে নিতে চাইবে না! তারপরই বিরাট আমাকে ব্যাটটা দেয়।"

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে দীর্ঘদিন একসঙ্গে খেলেছেন আকাশ দীপ এবং বিরাট। কিন্তু বিরাটের কাছে ব্যাট চাওয়ার মতো আবদার করা বাংলার পেসার পক্ষে একটু কঠিন ছিল। তাঁর বক্তব্য, "ম্যাচ চলাকালীন বিরাট পুরোপুরি খেলার মধ্যে ডুবে যায়। সেই সময় বিরাটকে বিরক্ত করাটা উচিত নয়। এমনই আমার মনে হয়েছিল। কিন্তু বিরাট নিজে থেকেই ব্যাটটা আমায় দিতে চাইল।" ব্রিসবেনে বুমরাহ ও তাঁর জুটি প্রসঙ্গে তিনি এদিন বলেন, "আমার একটাই লক্ষ্য ছিল, কিছুতেই আউট হব না। যতক্ষণ পারব ব্যাট করব। আসলে যত সময় আমরা ক্রিজে থাকব, তত কম সময় আমাদের ব্যাটসম্যানদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে হবে। এই চিন্তাভাবনাও কাজ করছিল। বলটাও ভালো দেখতে পাচ্ছিলাম।"

বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে মাত্র দু'টি টেস্টে খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। পাঁচটির বেশি উইকেট নিতে পারেননি। কিন্তু বাংলার পেসারের বোলিংয়ের প্রশংসা করেছেন সবাই। তাঁর বলে বেশ কয়েকটা ক্যাচও পড়েছে। তা না হলে আরও কয়েকটা উইকেট তাঁর ঝুলিতে থাকত। আকাশ দীপ বলছিলেন, "রোহিতভাই আমার উপর আস্থা রেখেছিল। ও বলেছিল, তোমার সব ডেলিভারিতেই তো উইকেট দেখতে পাচ্ছি। অধিনায়কের এই আস্থাটাই তো যথেষ্ট। আমার কাজ ছিল, লাইন-লেংথ ঠিক রেখে বল করে যাওয়া। ম্যানেজমেন্টের এমনই নির্দেশ ছিল। রান আটকানোটাও আমার কাজ ছিল।"

আগামীকাল সদর অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী দিনে ৪টি ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আমি একুশ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। উদ্বোধনী দিনে হবে ৪ টি ম্যাচ। নীপকো মাঠে গত বছরের চ্যাম্পিয়ন চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার খেলবে পোলস্টার ক্লাবের বিরুদ্ধে, তালতলা স্কুল মাঠে এ ডি নগর প্লে সেন্টার খেলবে বাধারঘাট কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে, নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে দশমীঘাট কোচিং সেন্টার খেলবে জুয়েলস কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে এবং ড: বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে এগিয়ে চল সঙ্ঘ খেলবে ক্রিকেট অনুরাগীর বিরুদ্ধে। ২১ জানুয়ারি হবে উদ্বোধনী ম্যাচ। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেটের। এবছর আসরে অংশ নেওয়া ১৭ দলকে দুটি গ্রুপে রাখা হয়েছে। প্রতিগ্রুপ থেকে ৪ টি করে দল কোয়ার্টার ফাইনালে যাবে। ২২ ফেব্রুয়ারি হবে আসরের ফাইনাল ম্যাচ। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সচিব সুব্রত দে সম্প্রতি এই ক্রীড়াসূচী ঘোষনা করেছেন।

গম্ভীরকে প্রশ্ন ছুড়ে 'চ্যাপেল জমানা'র আতঙ্কে হরভজন

বর্ডার গাভাসকর ট্রফি থেকে ফেরার পর ভারতীয় ক্রিকেট একের পর এক বিতর্কে বিদ্ধ হচ্ছে। এমনকী অস্ট্রেলিয়ায় ড্রেসিংরুমে কী কথা হয়েছে, তাও প্রকাশ্যে চলে এসেছে। একজন ক্রিকেটারের নাম নিয়ে রিপোর্টও জমা করেছেন কোচ গম্ভীর। কিন্তু হরভজন সিংয়ের পালটা প্রশ্ন, তাহলে বোর্ডের মিটিংয়ের কথাবার্তা কীভাবে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে?

অজি সফর থেকে ফেরার পর কোচ, অধিনায়কের সঙ্গে মিটিংয়ে বসে বোর্ড। শোনা যাচ্ছে, সেখানে গম্ভীর জানিয়েছেন সরফরাজ খান দলের অন্দরমহলের সমস্ত খবর বাইরের প্রচারমাধ্যমে ফাঁস করে দিচ্ছেন। কিন্তু গম্ভীর যে তাঁর নাম জানিয়েছেন, সেটাই বা প্রকাশ্যে এল কীভাবে? সেই বিষয়ে হরভজন সিং বলছেন, "মাঠে হার-জিত থাকে, কিন্তু ড্রেসিংরুমের কথা বাইরে আসা উচিত নয়। কোচ যদি সরফরাজকে এর জন্য দায়ী করে, তাহলে বলব সরফরাজ কাজটা ঠিক করেনি।"

তারপরই ভাজ্জির মন্তব্য, "যদি সরফরাজ এই কাজটা করে থাকে, তাহলে কোচ হিসেবে ওর সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল। ও তরুণ, ওকেও বিষয়টা বোঝানো দরকার। গম্ভীর যেহেতু নতুন দায়িত্ব পেয়েছে, ওকে সময় দেওয়া উচিত। তেমনই নতুন সিস্টেমে মানিয়ে নেওয়ার জন্য সরফরাজকেও সুযোগ দেওয়া দরকার।"

তারপরই হরভজনের তোপ, "কথা বলে সমস্যা মেটাও। গত কয়েক মাসে প্লেয়ার ও কোচেদের মধ্যে কোনও তালমিল নেই বোঝা যাচ্ছে। যা দেখে আমার ২০০৫-০৬ সালে গ্রেগ চ্যাপেল জমানার কথা মনে পড়ছে।" সেই সঙ্গে প্রাক্তন স্পিনারের প্রশ্ন, কীভাবে বিসিসিআইয়ের মিটিংয়ের সব কথা সামনে আসছে? তাঁর বক্তব্য, "কে এই কাজটা করছে এবং কেন করছে? নিজের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সবার সামনে খারাপ কথা বলা উচিত নয়।"

মৌচাক দাবায় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন উমাশঙ্কর মেট্রিক্স চেস একাডেমির পেট্রন সংবর্ধিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হলেন উমাশঙ্কর দত্ত। মৌচাক ক্লাব আয়োজিত একদিনের র‍্যাপিড দাবা প্রতিযোগিতায়। রবিবার ক্লাব প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় আসরটি। তাতে রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমার ১২৭ জন দাবাড়ু অংশ নেন। ৫ রাউন্ডের হয় প্রতিযোগিতা। আসরে ৫ রাউন্ডে পুরো ৫ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে চিলেন উমাশঙ্কর দত্ত, দিব্যজ্যোতি সরকার এবং মেহেকদ্বীপ গোপ। পরে ভোকলসে এগিয়ে থেকে উমাশঙ্কর শিরোপা দখল করে। দিব্যজ্যোতি এবং মেহেকদ্বীপ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করে। সাড়ে ৪ পয়েন্ট পেয়ে সোমরাজ সাহা চতুর্থ স্থান দখল করে।

পঞ্চম স্থান পান গুরুপদ দাস। আসর পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক আরবিটর অনুপম ভট্টাচার্য। এদিকে আসরের তৃতীয় রাউন্ডের শেষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জানানও হয় মেট্রিক্স চেস আকাদেমির পেট্রণ তথা প্রাক্তন আরবিটর প্রবোধ রঞ্জন দত্তকে। প্রায় ১৫ বছর আগে ওই ক্লাবে অনুষ্ঠিত দাবা প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেছিলেন প্রবোধ রঞ্জন দত্ত। প্রাক্তন দাবাড়ু তথা রাজ্যের বরিষ্ঠ সাংবাদিক শেখর চৌধুরি ক্লাবের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানান প্রবোধ রঞ্জন দত্তকে। উত্তরীয় পড়ানোর পাশাপাশি পুষ্পস্তবক এবং সংশাপত্র দেওয়া হয় উনাকে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দাবাড়ুরাওয।

বোধজং স্কুল এলামনির পুনর্মিলন উৎসব ও পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন

আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে প্রতিবছরের মতো এবারও বোধজং স্কুল অ্যালামনির উদ্যোগে ১৮-তম পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ, রবিবার সকাল দশটা থেকে স্কুল প্রাঙ্গণে পুনর্মিলন উৎসব ২০২৫ শুরুতে পতাকা উত্তোলন, স্কুলে পাঠরত মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে স্কলারশিপ প্রদান এবং প্রাক্তন ছাত্র ও তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দিনভর বিনোদনমূলক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে গোটা দিনটি। এলামনির বার্ষিক স্মরণিকা 'কালক্রম'-এর মলাট উন্মোচন হয়েছে এই অনুষ্ঠানে। পাশাপাশি আন্ত: স্কুল অ্যালামণির ক্রীড়া প্রতিযোগিতা "খেলো অ্যালামণি ২.০" এর বিশেষ করে ব্যাডমিন্টন, দাবা, ক্যারাম, লুডো এবং ক্রিকেট প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। উল্লেখ্য, সারা রাজ্য থেকে ২২টি অ্যালামণির প্রায় ২ শতাধিক সদস্য ও সদস্যারা বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছেন। বোধজং স্কুল এলামনির পক্ষ থেকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিশেষ সাহায্যকারী আম্পায়ার, জাজ, রেফারি, মেট্রিক্স চেস একাডেমী, অল ত্রিপুরা ক্যারাম এসোসিয়েশন, বোধজং স্কুল এলামনির সকল সদস্যদের প্রতি ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, দৈনিক সংবাদ পত্রিকার প্রকাশক প্রদীপ দত্ত ভৌমিক, কর্পোরেটর হিমানী দেববর্মা, বোধজং স্কুলের প্রিন্সিপাল সুব্রত ভট্টাচার্য্য, স্বনামধন্য ক্রিকেটার মনিশংকর মুড়াসিং, গ্রীনিচ ওয়ার্ল রেকর্ডধারী জিমন্যাস্ট অনুপ দেবনাথ প্রমুখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। আয়োজক বোধজং স্কুল এলামনির পক্ষ থেকে উপস্থিত অতিথিদের সংবর্ধিত করেন। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট সকল বিজ্ঞাপনদাতা এবং স্পন্সররদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

মহিলা ফুটবলারকে 'মোটা' বলায় বরখাস্ত ফুটবল সংস্থার প্রধান

পানামার ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি ম্যানুয়েল আরিয়াসকে বরখাস্ত করল ফিফা। তাঁর অপরাধ, এক মহিলা ফুটবলারকে চেহারা নিয়ে কটাক্ষ।

আগামী ছ'মাস কোনও স্তরের ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না তিনি।

বর্ণ এবং লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে কড়া মনোভাব নিয়ে চলে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। তাদের রোষ এড়াতে পারলেন না পানামার ফুটবল সংস্থার প্রধানও। পানামার জাতীয় দল ও তুরস্কের ফেনেরবাচে ক্লাবের ফুটবলার মার্তা কক্সকে নিয়ে ২০২৩ সালের মার্চে অশোভন মন্তব্য করেন আরিয়াস। কক্সকে 'মোটা' বলে সম্বোধন করেছিলেন।

সেই মন্তব্যের জন্যই শাস্তির মুখে পড়তে হল তাঁকে।

দেশের মহিলা ফুটবলের পরিকাঠামোর সমালোচনা করেছিলেন ২৭ বছরের কক্স। অপেশাদার লিগে মহিলা ফুটবলারদের ঠিক মতো বেতন না পাওয়া, মাঠ এবং অনুশীলনের সমস্যা নিয়ে মুখ খুলেছিলেন। কক্সের সমালোচনা ভাল ভাবে নেননি আরিয়াস। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় কক্সকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে বসেন। তিনি বলেছিলেন, "কক্সের চেহারা এখন আর ফুটবল খেলার মতো নেই। ও মোটা। মাঠে ঠিক মতো নড়াচড়াও করতে পারে না।" আরিয়াসের এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন কক্স। জানান, ফেডারেশন সভাপতি ক্ষমা না চাইলে জাতীয় দলের হয়ে খেলবেন না।

দেশের মহিলা ফুটবলারের প্রতি এমন অবমাননাকর মন্তব্য ভাল ভাবে নেয়নি ফিফা। সে কারণেই ছ'মাসের শাস্তি দেওয়া হয়েছে আরিয়াসকে। এই শাস্তি মেনে নিয়েছেন আরিয়াস। জানিয়েছেন, মারাত্মক ভুল করে ফেলেছিলেন। শব্দচয়ন অত্যন্ত খারাপ হয়েছিল বলেও স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি।

'দ্য কিং'-এর চিরবিদায়

প্রয়াত ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ও স্কটল্যান্ডের কিংবদন্তি ফুটবলার ডেনিস ল। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। টানা ১১ এগারো বছর ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে খেলেছিলেন ডেনিস ল। ৪০৪ ম্যাচে রয়েছে ২৩৭ গোল। ভক্তদের কাছে পরিচিত ছিলেন 'দ্য কিং' নামে। ১৯৬৪ সালে ব্যালন ডি'ওর-ও জেতেন কিংবদন্তি ফুটবলার।

১৯৪০ সালে জন্ম ডেনিসের। ফুটবল জীবন শুরু ইংল্যান্ডের হাডারসফিল্ড টাউনে। পরে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ও ইটালির তোরিনোতে খেলে চলে আসেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে। ১৯৬২ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত রেড ডেভিলসের জার্সিতেই খেলেন তিনি। জর্জ বেস্ট ও স্যার ববি চার্লটনের সঙ্গে ডেনিসের যুগলবন্দি একাধিক সাফল্য এনে দেয় ম্যাঞ্চেস্টারকে। ক্লাবের সামনে 'ত্রিমূর্তি'র উপস্থিতি সেই সাফল্যের প্রমাণ।

১৯৬৪ সালে একমাত্র স্কটিশ প্লেয়ার হিসেবে ব্যালন ডি'ওর জেতেন ডেনিস ল। সেই বছর লিগে ২৮টি গোল করেছিলেন তিনি। এছাড়া ১৯৬৫ ও ১৯৬৭ সালে লিগ খেতাব ও ১৯৬৮ সালে ইউরোপিয়ান কাপ জয়ী দলেও ছিলেন তিনি। স্কটল্যান্ডের হয়ে ৫৫ ম্যাচে রয়েছে ৩০টি গোল। ২০২১ সাল থেকে অ্যালজাইমার্স ও ডিমেনশিয়ার মতো জটিল রোগে ভুগছিলেন।

অবশেষে শুক্রবার তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর পরিবার থেকে বিবৃতি দিয়ে বলেছে, "ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাতে হচ্ছে যে, আমাদের বাবা ডেনিস ল প্রয়াত হয়েছেন। তিনি দীর্ঘদিন লড়াই করেছেন। অবশেষে শান্তি পেলেন।" ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড থেকেও জানানো হয়েছে, "স্ট্রেটফোর্ডের রাজা ডেনিস ল-এর প্রয়াণে আমরা শোকাহত। গোল করার দক্ষতা, খেলার প্রতি ভালোবাসা ও আবেগের জন্য তিনি একটা প্রজন্মের নায়ক ছিলেন।" শোকপ্রকাশ করা হয়েছে ইংল্যান্ডের অন্যান্য ক্লাব, ফুটবলার ও উয়েফার পক্ষ থেকেও।

মেসিকে হিংসা করতেন এমবাপে

২০২১ সালে লিয়োনেল মেসি যোগ দিয়েছিলেন প্যারিস সঁ জরমঁ দলে। যা নিয়ে খুশি ছিলেন না কিলিয়ান এমবাপে। এমনটাই জানাচ্ছেন নেমার। তিনি জানিয়েছেন, এমবাপে তাঁকে হিংসা করতেন।

২০১৭ সাল থেকে ফরাসি ক্লাবে খেলতেন এমবাপে। প্রথমে মোনাকো থেকে লোনে তাঁকে নিয়েছিল পিএসজি। পরে কিনে নেয় এমবাপেকে। বার্সেলোনা থেকে ব্রাজিলের তারকা নেমার ২০১৭ সালে সেই দলে যোগ দিয়েছিলেন। ২০২১ সালে মেসিকে কেনে পিএসজি। কিন্তু মেসি যখন যোগ দিয়েছিলেন, তখন এমবাপে তাঁকে হিংসা করতে শুরু করেন বলে জানিয়েছেন নেমার।

ব্রাজিলের প্রাক্তন তারকা রোমারিয়োর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন নেমার। সেখানে তিনি জানিয়েছেন তিন দেশের তিন ফুটবলারের প্যারিসে ক্লাবে খেলার সময়ের কথা। ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপ জিতেছেন এমবাপে। এখন তিনি দেশের অধিনায়ক। মেসি অধিনায়ক হিসাবে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন। নেমার খেলেন ব্রাজিলের হয়ে। তিনি পরের বিশ্বকাপ খেলে অবসর নিতে চান।

২০২৩ সালে নেমার পিএসজি ছেড়ে দেন। যোগ দেন সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালে। তিনি এমবাপে সম্পর্কে বলেন, "এমবাপের সঙ্গে আমার সমস্যা ছিল। ঝগড়াও হয়েছিল। তবে ও তখন বাচ্চা ছেলে। আমি ওর সঙ্গে কথা বলতাম, মজা করতাম, বলতাম এক দিন ও সেরা ফুটবলার হবে। আমার বাড়ি এসে খাওয়াদাওয়া করেছিল ও। কিন্তু মেসি পিএসজি-তে আসার পর আমাদের সম্পর্ক বদলে যায়। ও চাইত না আমি অন্য কারও সঙ্গে বেশি মেলামেশা করি। তাই মেসি আসার পর আমার সঙ্গে এমবাপের সম্পর্ক খারাপ হয়।"

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

ককবরক দিবস উপলক্ষ্যে রাজধানীতে র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। আজ রাজ্য জুড়ে উদযাপিত হচ্ছে ৪৭তম ককবরক দিবস। সকালে আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালির সূচনা হয়। এই দিনটি উদযাপনের জন্য রাজ্য সরকারের ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা অধিকার এবং শিক্ষা দপ্তর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সকালে কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এই বিশেষ দিনে সকালের আয়োজিত র‍্যালিতে বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, এবং প্রাক্তন বিধায়ক ডঃ অতুল দেববর্মা সহ অনেকেই অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও এই র‍্যালিতে উৎসাহের সাথে অংশ নেয়।

মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, এই দিবসটি ককবরক ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজ্য সরকার এই ভাষার প্রচার ও প্রসারে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে।

রবিবার সূর্যমনি নগর মহিলা মোর্চার উদ্যোগে মনোনয়নগর হাউসিং বোর্ড মাঠে আয়োজিত হয় এক সমাবেশ। ওই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল।

হ্যান্ড পাম্প
একসময়ের ভরসা, এখন কেবল স্মৃতির অংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৯ জানুয়ারি ।। যেখানে দেশের বিভিন্ন গ্রামে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ সহজলভ্য হয়েছে, সেখানে রুপরাই এডিসি ভিলেজ এখনও ধরে রেখেছে প্রাচীন জল সংগ্রহের পদ্ধতি। কল্যাণপুর আর.ডি. ব্লকের এই প্রত্যন্ত গ্রামে হ্যান্ড পাম্প বা 'পুরানো কল' এখনও দেখা যায়। একসময় এই হ্যান্ড পাম্পগুলোই ছিল গ্রামের মানুষের প্রধান ভরসা। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, তখন পানীয় জল সংগ্রহ করা কঠিন ছিল, আর এই পাম্পগুলো তাদের জীবন রক্ষাকারী হিসেবে কাজ করত। তবে বর্তমানে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে সরাসরি জল পৌঁছে যাওয়ায় এই পাম্পগুলোর প্রয়োজন অনেকটাই ফুরিয়েছে। এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, "আমাদের বড় হয়ে ওঠা এই হ্যান্ড পাম্পগুলোর সঙ্গে। এটি আমাদের ঐতিহ্যের অংশ। তবে এখন পাইপলাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ সহজ হওয়ায় এদের ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে।"

গ্রামের অনেক হ্যান্ড পাম্প অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। যে ক'টি সচল রয়েছে, সেগুলোরও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত। তবুও এই পাম্পগুলো অতীতের স্মৃতিকে ধরে রেখেছে। রুপরাইয়ের এই প্রাচীন ও আধুনিকতার সহাবস্থান গ্রামের ঐতিহ্য ও উন্নয়নের মেলবন্ধনের এক অনন্য চিত্র তুলে ধরে। স্থানীয়রা মনে করেন, ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে হলেও এই পাম্পগুলোকে রক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও পর্যটন খাতে কিছু ত্রুটির ছাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। রাজ্য সরকার পর্যটন খাতকে উন্নত করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। তবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনও কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

দিল্লি থেকে আগত পর্যটকরা সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে জানিয়েছেন যে, ত্রিপুরা অনেক উন্নতি করেছে। তারা রাজ্যের বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেশ আনন্দ পেয়েছেন। তবে, সিপাহিজলায় এসে তারা দেখতে পেয়েছেন যে, স্টিমার নৌকাগুলো বিকল অবস্থায় রয়েছে।

পর্যটন মন্ত্রী শুশান্ত চৌধুরী পর্যটন খাতকে উন্নত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে চলেছেন। ত্রিপুরা পর্যটন খাতে উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। তবে, কিছু ছোট ছোট সমস্যা এখনও রয়ে গেছে। তবে, এই ধরনের ঘটনা পর্যটন খাতের উন্নতির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্ত এলাকা থেকে চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি ।। চুরি হয়ে যাওয়া একটি মোটরবাইক যাত্রাপুর থানার পুলিশ উদ্ধার করে মালিকের হাতে তুলে দিল রবিবার। বাইকটি পেয়ে মালিক অত্যন্ত খুশি।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, বাইকের মালিক মৃতজিত দাস(২৮), বাড়ি সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত নলছড় বিধানসভা এলাকার জুমেরঢেবা পঞ্চায়েত এলাকায়। গত ১১ই জানুয়ারি, বাইকটি বৈরাগী বাজারে তালা দিয়ে রেখে সে আগরতলা গিয়েছিল। আগরতলা থেকে এসে দেখে বাইক নেই। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করার পরও বাইক না পাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে মেলাঘর থানায় এসে লিখিত অভিযোগ করে।

মেলাঘর থানার পুলিশ বিভিন্ন থানায় বিষয়টি জানিয়ে দেয়। এই মোতাবেক যাত্রাপুর থানায় ও সীমান্ত এলাকায় বিএসএফকে এই বিষয়ে জানানো হয়। ১৬ই জানুয়ারি, যাত্রাপুর থানার সীমান্ত এলাকার নিউ নিদয়া বিএসএফ ক্যাম্পের জওয়ানরা দুর্লভপুর গ্রামের একেবারে সীমান্ত কাঁটাতারের পাশেই দেখতে পায়, একটি বাইক মালিক বিহীন। তখনই সঙ্গে সঙ্গে যাত্রাপুর থানায় পুলিশকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রবিবার প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠানে শ্রবন করেন কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ সহ অন্যান্যরা।

চাকমাঘাটে মহকুমাভিত্তিক ৪৭তম ককবরক দিবসের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী বিকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ জানুয়ারি।। মহকুমা ভিত্তিক ৪৭তম ককবরক বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে তেলিয়ামুড়া মহকুমা ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের চাকমাঘাটস্থিত কমিউনিটি হল গৃহে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ককবরক দিবসকে পালন করা হয় রবিবার। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদার, স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের সদস্য বিদ্যুৎ দেববর্মা সহ অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দরা।

জনজাতি এলাকাগুলিতে বসবাসকারী জনজাতি মানুষদের আর্থ-সামাজিক মান বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নে করার লক্ষ্য, এমনটাই অভিমত ব্যক্ত করেন ৪৭ তম ককবরক বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের কার্যালয় থেকে সুবিশাল রেলি অনুষ্ঠিত হয়। রেলিটি অসম আগরতলা জাতীয় সড়ক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে চাকমাঘাট কমিউনিটি হল প্রাঙ্গনে পৌঁছাই। পরে হল গৃহে মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে এই দিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

জনজাতি নৃত্য এবং গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ২৯, কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জাতি উপজাতি মানুষদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করা হয়। প্রায় তিন শতাধিক উপজাতি মহিলাদের মধ্যে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় সূতো বিতরন করা হয়। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে মিউজিক ড্রাম সেট ও কীর্তনীয়া বাদ্য বাজনা বিতরণ করা হয়। জাতি উপজাতি ১০ জনকে স্বাবলম্বী করার জন্য নখায়ুন সামাজিক সংস্থার থেকে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। এক সাক্ষাৎকার মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, বর্তমান সরকারের লক্ষ্য সার্বিক উন্নতি করা। আগামীদিন জাতি উপজাতি সকল অংশের মানুষদের সরকারিভাবে সুযোগ- ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা ২০২৫ অনুষ্ঠিত ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। ৭৬ তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা ২০২৫ এবং ৪৭ তম ককবরক দিবস উদযাপন হল ধর্মনগরে।

৭৬ তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে ধর্মনগর মহকুমাভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা ২০২৫ এবং ৪৭তম ককবরক দিবস উদযাপন হল ধর্মনগরে বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে। উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রাণী দাস সেন, সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা কল্যাণ আধিকারিক, বিশিষ্ট সমাজসেবী গীতা হালাম, ডিসিএম কর‍্য রাম রিয়াং, জেলা শিক্ষা আধিকারিক সুখময় নাথ প্রমূখ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জেলা ভিত্তিক সাংস্কৃতিক কমিটির চেয়ারম্যান সমর চক্রবর্তী এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহকুমা শাসক সজল দেবনাথ। মোট পাঁচটি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বলে জানা যায়। আজকের এই প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী দল জেলাভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

১১ দফা দাবিতে ত্রিপুরা চর্ম শিল্পী সমিতির রাজ্য কনভেনশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। ১১ দফা দাবিতে ত্রিপুরা চর্ম শিল্পী সমিতির রাজ্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনে।

বাবা সাহেব আম্বেদকরের প্রতি অপমানজনক মন্তব্যের প্রতিবাদে, চর্মশিল্পী ছাত্র ছাত্রীদের স্টাইপেন্ড বৃদ্ধি, সরকারী-বেসরকারী ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান, সংরক্ষন ও অধিকার সুরক্ষা সহ ১১দফা দাবিতে-ত্রিপুরা চর্মশিল্পী সমিতির উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক গণকনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় ভানু ঘোষ স্মৃতিভবনে। উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের সভাপতি নান্টু রবিদাস। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক বিপদ বন্ধু দাস। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুধন দাস।

দুর্গাবাড়িতে নবগ্রহ যজ্ঞের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। প্রতি বছরের মতো এই বছরও আগরতলা দুর্গাবাড়িতে নবগ্রহ যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। এই বিষয়ে পুরোহিত জানান, প্রতিবছর গ্রহ পূজার আয়োজন করা হয় দুর্গা বাড়িতে। এই পূজার মাধ্যমে রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনা করা হয়। যারাই আর্থিক প্রতিকূলতার কারনে বাড়িতে গ্রহ পুজো করতে পারেন না, তারা প্রতিবছর কম খরচে দুর্গা বাড়িতে এই গ্রহপূজায় অংশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে বিজেপির জেলা সভাপতি নির্বাচনে মনোনয়ন জমা, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাঁচজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৯ জানুয়ারি।। রবিবার দুপুরবেলা কৈলাসহর বিজেপি জেলা কার্যালয় ভবনে বিজেপি জেলা সভাপতি নির্বাচনে মনোনয়ন জমা পড়েছে। ঊনকোটি জেলা সভাপতি নির্বাচনে পাঁচজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাঁরা হলেন বিজেপি ঊনকোটি জেলার সাধারণ সম্পাদক অরুন সাহা, কৈলাসহর পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপারসন নীতিশ দে, বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য তথা ঊনকোটি জেলা পরিষদের সদস্য বিমল কর, বিজেপি নেতা অনিমেষ সিনহা ও দীপঙ্কর গোস্বামী।

ঊনকোটি জেলার পাঁচটি মন্ডলের মন্ডল সভাপতি ও মন্ডলের পদাধিকারীরা উক্ত ভোটদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন। এদিনের এই প্রক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য কমিটির সম্পাদক তাপস মজুমদার, বিজেপি জেলা কমিটির সভাপতি পবিত্র দেবনাথ, বিজেপি দলের অন্যতম নেতা বিধান দাস। যদিও বর্তমান জেলা সভাপতি পবিত্র দেবনাথ এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেননি।

সূত্রের খবর আগামীকাল জেলা সভাপতির নাম প্রকাশ হবে, জেলা সভাপতি পদে দৌড়ে রয়েছেন পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপারসন নীতিশ দে, জেলা পরিষদের সদস্য বিমল কর,ও বিজেপি নেতা অনিমেষ সিনহা ও দীপঙ্কর গোস্বামী। এখন দেখার বিষয় হল দল কাকে নির্বাচিত করে সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা ঊনকোটি জেলাবাসী। এই বিষয়ে বিজেপি দলের নেতৃত্বরা সংবাদ মাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে নারাজ।

শ্রীশ্রী রামচন্দ্র দেবের ১৬৫তম শুভ আর্বিভাব তিথিতে বিনামূল্যে এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের উদ্যোগে মেগা রক্তদান ও কনভেনশন, 'রক্তবন্ধন' ওয়েব পোর্টাল উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ অনুমোদিত রাষ্ট্রবাদী কর্মচারী সংঘ ও রাষ্ট্রবাদী শিক্ষক সংঘ, ত্রিপুরা প্রদেশের উদ্যোগে রবিবার নজরুল কলাক্ষেত্রে এক মেগা রক্তদান উৎসব ও এক দিবসীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানেই 'রক্তবন্ধন' নামে একটি অনলাইন ওয়েব পোর্টাল উদ্বোধন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে মূল অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। এছাড়াও, আগরতলার মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে রক্তদানকারীদের এবং অনুষ্ঠানের আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, "রক্তদান হল মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা। এই ধরনের উদ্যোগ রাজ্যের মানুষের জন্য আশীর্বাদ।" তিনি নতুন ওয়েব পোর্টাল 'রক্তবন্ধন'-কেও সাধুবাদ জানান এবং বলেন, এই পোর্টাল রক্তদানের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করবে।

আয়োজকরা জানান, এই ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে রক্তদাতা এবং রক্তের প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করা হবে। এছাড়াও, রক্তদান সংক্রান্ত সকল তথ্য এই পোর্টালে পাওয়া যাবে। মেয়র দীপক মজুমদারও এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, এই ধরনের উদ্যোগ সুস্থ সমাজ গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এই অনুষ্ঠানে বহু মানুষ রক্তদান করে নিজেদের মানবতার পরিচয় দেন।

কৃষ্ণনগর ও রামনগরে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের দিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। দীর্ঘদিন ধরে কৃষ্ণনগর ও রামনগর এলাকার বাসিন্দারা পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছিলেন। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করেছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

তিনি জানিয়েছেন, আগামী এক মাসের মধ্যেই কৃষ্ণনগর ও রামনগর এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ শুরু হবে। পাশাপাশি, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সমগ্র আগরতলা পুর এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ চলছে। মেয়র দীপক মজুমদার আরও জানিয়েছেন, পুর নিগমের পক্ষ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উপস্থাপন করেছে 'শ্রীচরনেষু মা' - মা-দের প্রতি এক বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি !

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। নববর্ষ উপলক্ষ্যে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স রবিবার, ১৯ জানুয়ারী ২০২৫ আগরতলায় সান্ধ্যনীড়ে 'শ্রীচরনেষু মা' অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন।

'শ্রীচরনেষু মা', আসলে এক বিশেষ মাতৃ উদযাপন, সেই সব মায়েদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার জন্য যারা জানেন যে মাতৃত্ব আসলে কী। এটি এমন এক উদ্যোগ যা সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে মাকে সম্মান জানানোর জন্য, তাদের চরনে হাত দিয়ে প্রণাম জানানোর মতো এক ঐতিহ্য। এই বছরের উদযাপনটি মায়েদের থাকার জায়গা আগরতলায় সান্ধ্যনীড়- এ আয়োজন করা হয়েছিল।

এই অনুষ্ঠানটি সেই সব মায়েদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে যারা এখন জীবনের সায়াহ্নে এসে পৌছেছেন, যাদের এই সময়টা অনেক ভালোবাসা ও যত্নের প্রয়োজন হয়। তাই তাদের জন্য অনেক ভালবাসা, উপহার ও আনন্দ দিয়ে ভরিয়ে তোলা হয়েছিল।

খ্যাতনামা কীর্তন গায়িকা পুষ্পিতা চক্রবর্তী তার সুন্দর গানের মাধ্যমে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas